ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-182 ■ 10 April, 2025 ■ আগরতলা ১০ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ২৭ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিজ্ঞপ্তি জারি দিল্লির

তৃতীয় কোন দেশে বাংলাদেশী পণ্য রফতানি করতে ভারতীয় বন্দর বা সীমানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

নয়াদিল্লী, ৯ এপ্রিল ।। তৃতীয় কোনো দেশে বাংলাদেশি পণ্য রফতানি করতে ভারতীয় বন্দর বা সীমানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। গতকাল কেন্দ্রীয় অপ্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (সিবিআইসি)-এর ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে দিয়ে আসা ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিয়ে আসছিল ভারত। মূলত ভুটান, নেপাল, মায়ানমারে পণ্য রফতানির জন্য এই সুবিধা ব্যবহার করত বাংলাদেশ। ৮ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তবে যে পণ্যগুলি ইতিমধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছে সেগুলিকে অবশ্য এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পড়শি দেশ তথা বাংলাদেশকে ওই ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল ভারতীয় রফতানিকারক সংস্থাগুলি। বিশেষ করে বস্ত্র রফতানি সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে ওই অনুরোধ করা হয়েছিল।

সম্প্রতিকালে, আমেরিকার শুল্কনীতি ঘিরে যখন গোটা বিশ্ব বাণিজ্যে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সময়ে ভারত হয়ে বাংলাদেশি পণ্য রফতানির বিষয়ে ওই সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি। ওই সিদ্ধান্তের ফলে বস্ত্র, জুতো, মূল্যবান পাথর এবং গহনার ক্ষেত্রে ভারতীয় রফতানিকারক সংস্থাগুলির সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, বস্ত্র রফতানি ক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হল বাংলাদেশ।

এবিষয়ে ভারতীয় রফতানি সংস্থাগুলির সংগঠন 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশন' (এফআইইও)-এর মহাপরিচালক অজয় সাহায় বলেন, "এর ফলে ভারতীয় রফতানি পণ্যের জন্য বিমানে আরও বেশি জায়গা পাওয়া যাবে। অতীতে রফতানিকারক সংস্থাগুলি প্রায়শই অভিযোগ করত বাংলাদেশি পণ্যের জন্য তারা কম জায়গা পাচ্ছে। বাংলাদেশকে ওই সুবিধা দেওয়া বন্ধ করার জন্য অতীতে কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল বস্ত্র রফতানি সংস্থাগুলির সংগঠন 'অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল'। সংগঠনের সভাপতি সুধীর সেখরির বক্তব্য, প্রায় প্রতি দিনই ২০-৩০টি (বাংলাদেশি) পণ্যবোঝাই ট্রাক দিল্লিতে যাচ্ছে। কখনও কখনও পণ্য রফতানির জন্য বিমানের ভাড়াও বৃদ্ধি পেয়ে যায় বলে জানিয়েছেন তিনি।

সিপিএম-কংগ্রেস বরাবরই নেতিবাচক ভাবনা নিয়ে রাজনীতি করে যাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা উন্নত না হলে দেশ উন্নত হবে না। পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ৩টি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ আসনে উঠে এসেছে। আমাদের ত্রিপুরা এখন সবদিক দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর কংগ্রেস সিপিএম বরাবরই নেতিবাচক ভাবনা নিয়ে রাজনীতি করে যাচ্ছে।

বুধবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বিরোধীদের নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আজকের দিনটি একটা উল্লেখযোগ্য দিন। এদিনটি উত্তর ত্রিপুরা জেলার মানুষের কাছে স্মরণীয় দিন। অথচ বিরোধীরা প্রায় বলে থাকেন কোথায় উন্নয়ন? আমি বলেছি তাদের চোখের ছানির অপারেশন করিয়ে নিতে। তাদের কাজই হচ্ছে বিদ্রূপ করা এবং নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে চলা। বিধানসভার মধ্যে দেখেছেন একটা শব্দকে বিকৃত করে বিরোধীরা সবাই চলে গেলেন। আমি তাদের বিধানসভায় আসার জন্য আহ্বান জানাই। সভার নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী তাদের কাছে আবেদন রেখেছেন। কিন্তু বিরোধী দলনেতা কি বললেন? তিনি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আসার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু মনের থেকে বলেছেন কিনা সেটা জানা নেই। এমনই নেতিবাচক ভাবনা নিয়ে সবসময় তারা চলছেন। আর তারা তো ভগবান বিশ্বাস করেন না। তাই তারা নাস্তিক। আর আমরা আস্তিক। তাদের নেতিবাচক ভাবনা যাবে না কোনদিনও। তারা ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে। নোটার সঙ্গে এখন তারা লড়াই করছেন। আর একটা বিরোধী দল আছে কংগ্রেস। তাদের হাতে গোনা তিনজন বিধায়ক। মিটমিট করে জ্বলছে আর নানারকম নাটক করছেন। আগামীদিনে তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। নির্বাচনের সময়ে এরা মিতালী করেছে। তাই আমি বলবো তারা এসে দেখুন যে কি ধরণের উন্নয়ন আমরা করছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত মার্গদর্শনে রাজ্যের বিকাশে কাজ করছি। ত্রিপুরায় এখন ৬টা জাতীয় সড়ক হয়েছে। আগে মাত্র ১টা ছিল। আরো ৪টি জাতীয় সড়কের জন্য নীতিগত প্রক্রিয়া চলছে। এই সড়ক আমাদের আগামীদিনে প্রগতির রাস্তা দেখাবে। আগে উনকোটি জেলাকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত ৩ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। মিনি ট্রাক এবং যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে তিনজন ছাত্র ছাত্রী। আজ সকালে জামজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এলাকার সানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণ জানা গিয়েছে, গোমতী জেলা উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত জামজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন উদয়পুর হতে কাঁকড়াবন যাওয়ার পথে রাজধর নগর মাদ্রাসা সংলগ্ন সড়কে চার চাকায় মিনি ট্রাকের সঙ্গে অটো মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে সংঘর্ষের জেরে আহত হয়েছে উদয়পুর রমেশ স্কুল পড়ুয়া তিন ছাত্র ছাত্রী। আহতরা সম্ভবত দ্বিতীয় শ্রেণীতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী প্রজন্মকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিজেপি ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বিজেপি সরকার। আজ দশরথদেব স্মৃতিভবনে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত অধিবেশনে এমনটাই অভিযোগ করেন পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনে দেশের যৌবনের শক্তি ধ্বংসের পথে। আর ত্রিপুরায় বিজেপি, তিপরা মথা এবং আইপিএফটি মিলে রাজ্যের যৌবনকে বন্ধক দেওয়ার মত অবস্থা। শুধু যৌবনকে ধ্বংস করে দেওয়া নয় তারা রাজ্যের যৌবনকে নেশা সহ বিভিন্ন অপরাধের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তাঁর কথায়, সব মিলিয়ে আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এই সরকার। এই যুবককে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বাম যুব সংগঠন। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ দশরথদেব স্মৃতিভবনে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। আবারো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক রিকশা চালক। ওই ঘটনায় রামনগর এলাকার স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশদ্রোহী মানসিকতা সম্পন্ন রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। দেশদ্রোহী মানসিকতা সম্পন্ন রাজনৈতিক দল হল কমিউনিস্ট। তাঁরা কখনো গরিবের কল্যাণ করেন নি। তাই ২০১৮ সালে ত্রিপুরাবাসী চিরতরে উৎখাত করেছে সিপিআইএমকে। আজ দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক কার্যকর্তা সম্মেলনে সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিনের সম্মেলনে তিনি বিরোধী দলনেতা তথা পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরীকে একহাত নিলেন। তাঁর কটাক্ষ, আদা কেলেঙ্কারি সাথে জড়িত হয়ে তিনি এখনো পর্যন্ত রাজনীতিতে সরে আসেননি। তিনি একজন এসটি হয়ে এসটি সিটে দাঁড়ানোর হিম্মত নেই। সাধারণ সিট থেকে সাব্রুমে দাঁড়িয়েছেন। তারপর তিনি লজ্জাবোধ করেননি।

এদিন তিনি অভিযোগ করেন, দেশদ্রোহী মানসিকতা সম্পন্ন রাজনৈতিক দল হল কমিউনিস্ট। তাঁরা গত ২৫ বছরে একটিও গরীবের পরিবারকে সাহায্য করেন নি। উপরন্তু গরীবের ছেলেদের এনে সিপিএম মাওবাদী বানাত। এমনকি সিপিএম ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি পর্যন্ত মানে না। তাই ২০১৮ সালে ত্রিপুরাবাসী সিপিএমকে চিরতরে বিদায় দিয়েছেন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি সরকার গঠন করেছেন।

এদিম দুপুরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী, ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রতিকৃতিতে মঞ্চে উপস্থিত নেতৃত্বরা শ্রদ্ধা নিবেদন সহ রাষ্ট্রীয় গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুচনা হয় জেলা কার্যকর্তা সম্মেলন। এই দিনের আয়োজিত সম্মেলনে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা বিজেপি কমিটির সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাততুলে আক্রমণ মন্ত্রী রতনের শাস্তির দাবিতে টিএসএফের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বিরোধী দলনেতাকে জাত নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে শহরে ধিক্কার মিছিলে সামিল হয়েছে উপজাতি যুব ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটি। কমিটির তারফ থেকে রতন লাল নাথের শাস্তির দাবি জানিয়েছে। পরবর্তী সময়ে জমায়েত হয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিটির এক নেতা বলেন, গত ২৪ মার্চ পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে ব্যাক্তিগত আক্রমন করতে গিয়ে জাত নিয়ে আক্রমণ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তারই এই মন্তব্যের ধিক্কার জানিয়ে আজ শহরে মিছিল বের করা হয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রীর শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে বাম যুব সংগঠন।

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ এপ্রিল।। ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার কৈলাসহরে এক বিশাল বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। টিলা বাজার থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকা পরিক্রমা করে শহরের মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছে, সেখান থেকে বাবুর বাজার গিয়ে শেষ হয়।

উক্ত মিছিলে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাইক নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে স্লোগান তোলেন। মিছিলটি শান্তিপূর্ণ হলেও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গোটা পথজুড়ে কঠোর পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।জানা গেছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চৈত্র মাস, আগুনে পুড়লো চারটি দোকান, ক্ষয়ক্ষতি কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই কৈলাসহর বাজারের চারটি দোকান। ওই ঘটনায় কৈলাসহর গার্লস স্কুল রোডের তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা দমকলকর্মীর। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা হবে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী।

ঘটনার বিবরণে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কৈলাসহরের প্রাণ কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চারটি দোকান। সকালবেলা ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বিপরীতে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যেখানে অবস্থিত ছিল ববি সেনের ঠান্ডা পানীয়, আইসক্রিম এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানিয়েছেন, সকালবেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নের নামে বিপাকে কৃষক

কৈলাশহর-কুমারঘাট সড়ক প্রকল্প ঘিরে উঠছে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। উন্নয়নের নামে চরম অবহেলার শিকার হচ্ছেন ত্রিপুরার কৃষকরা। উনকোটি জেলার কুমারঘাট-কৈলাশহর অঞ্চলে জাতীয় সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে চাষের জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ফলে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে গেছে বহু এলাকায়। অভিযোগ উঠছে, সরকার ও প্রশাসনের নজরদারির অভাব এবং নির্মাণ সংস্থার গাফিলতিতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ২০২০ সালে কুমারঘাট-কৈলাশহর বিকল্প ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ১৮.৬ কিমি রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বহিররাজ্যের একটি নির্মাণ সংস্থা 'সতীশ প্রসাদ'-কে। প্রকল্পের বাজেট ছিল ১২৭.৬৮ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি ফুলতলী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসছে বাংলা নববর্ষ, পসরা নিয়ে বসেছেন হালখাতা বিক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। আসছে বাংলা নবর্বষ। ইতিমধ্যে পসরা সাজিয়ে বসে পড়েছেন হালখাতা বিক্রেতারা। কিন্তু সময়ে সাথে খাতার ব্যবহারও কমে গিয়েছে অনেকটাই। বর্তমান যুগে কম্পিউটারেই ব্যবসার হিসেব রাখেন বেশিরভাগ দোকানীরা। প্রসঙ্গত, সেই মোঘল আমলে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে প্রজারা খাজনা পরিশোধ করতেন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন জমিদাররা। এবং শুরু হত নতুন খাতায় হিসাব-নিকেশ। তবে আগের থেকে এখনকার দিনে

হালখাতার উদযাপন অনেকটাই কমে এসেছে। আগে অনেক দোকানী হালখাতা উপলক্ষ্যে রীতিমত নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে উতসবের আয়োজন করতেন। এখন বিভিন্ন অ্যাপ ও অনলাইন শপিং-এর কারণে হালখাতার সেই আগেকার দিনের জৌলুস কমে এসেছে। কম্পিউটারেই ব্যবসার হিসেব রাখেন বেশিরভাগ দোকানীরা। তাই খাতার ব্যবহারও কমে গিয়েছে অনেকটাই। তবু নববর্ষের প্রথম দিনে দোকান পরিষ্কার করে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে, লক্ষ্মী গণেশের পুজো করে নতুন খাতা যাত্রা করাতে ঠাকুরবাড়িতে যেতে দেখা যায় ব্যবসায়ীদের।

কৈলাসহর পঞ্চায়েত দখল করলো বাম-কংগ্রেস জোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ এপ্রিল।। কৈলাসহর মহকুমায় কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দুই দল মিলে আবারও একটি গ্রাম পঞ্চায়েত পুনরায় দখল করে। ঘটনা কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীন ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এগারো আসন বিশিষ্ট ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০২৪ সালের পঞ্চায়েত ভোটে কোনো রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না পাওয়ায় কেউ পঞ্চায়েত দখল করতে পারেনি। এগারো আসনের মধ্যে বিজেপি পাঁচটি আসনে এবং সিপিআইএম দলও পাঁচটি আসনে এবং কংগ্রেস দল একটি আসনে জয়লাভ করেছিল।

প্রাথমিকভাবে পঞ্চায়েত ভালোভাবে চললেও বিগত দেড় মাস পূর্বে হঠাৎ করে বিজেপি দলের ৫জন এবং সি.পি.আই. এম দলের একজন মিলে মোট ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চায়েতের প্রধান মনোজ পালের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলো। পরবর্তী সময়ে বিজেপি দলের একজন এবং সিপিআইএম দলের ৫জন পঞ্চায়েত সদস্য মিলে মোট ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আব্দুল কালামের বিরুদ্ধেও অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছিলো। দীর্ঘদিন পঞ্চায়েতে প্রধান এবং উপ প্রধান না থাকার পর ঊনকোটি জেলার পঞ্চায়েত অফিসার ডেভিড হালাম সাম্প্রতিক কালে ঘোষণা দেন যে, নয় এপ্রিল পঞ্চায়েত অফিসে আস্থা ভোট অনুস্তিত হবে। জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের ঘোষণা অনুযায়ী আজ দুপুরে ইছবপুর পঞ্চায়েত অফিসের হলঘরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১০ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
২৭ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিশ্বের তৃতীয় শক্তিশালী ”জেনারেটর” ভারত।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হইতেছে। বিদ্যুৎ ছাড়া একদিকে যেমন জীবনধারণ কষ্টকর অন্যদিকে বিদ্যুতের অভাব কৃষি শিল্প সহ সর্বক্ষেত্রেই অপরিহার্য্য। বিদ্যুৎ ছাড়া কলকারখানা চালানো সম্ভব নয়। কৃষি উৎপাদনে জল শেষ হইতে শুরু করিয়া সর্বত্র বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার আজকাল কৃষি ব্যবস্থাকে সহজতর করিয়া তুলিয়াছে। বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বাভাবিক কারণেই বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে গিয়া পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়িতেছে। পরিবেশ সুরক্ষার তাগিদে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একদিকে যেমন সৌরশক্তির উপর নির্ভর করা হইতেছে অন্যদিকে বিকল্প আরো চিন্তা ধারা শুরু করিয়াছেন বিজ্ঞানীরা। সারা বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করিলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত অনেকটাই সামনের সারিতে রহিয়াছে।

পোড়া কয়লার দূষন এড়াইয়া পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে অসামান্য কৃতিত্ব ভারতের। জার্মানিকে পিছনে ফেলিয়া বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত হইয়া উঠিল বিশ্বের তৃতীয় শক্তিশালী জেনারেটর। প্রকাশ্যে আসিয়াছে গ্লোবাল এনার্জি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এম্বারের গ্লোবাল ইলেকট্রিসিটি রিভিউ রিপোর্টের ষষ্ঠ সংস্করণ। যেখানে জানানো হইয়াছে, ২০২৪ সালে সৌর ও বায়ু শক্তিকে ব্যবহার করিয়া ভারতের উৎপাদিত বিকল্প বিদ্যুৎ গোটা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ ।প্রকাশিত রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, কার্বন নিঃসরণ কমাইতে ২০২৪ সালে বিশ্বের উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের ৪০.৯ শতাংশ আসিয়াছে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করে। ১৯৪০ সালের পর এই প্রথম কার্বনমুক্ত এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে বিশ্বে। কার্বন নিঃসরণ কমাইয়া ২০২৪ সালে গোটা বিশ্বের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ২২ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াছে ভারত। এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ ৮ শতাংশ। ১০ শতাংশ আসিয়াছে বায়ু ও সৌরশক্তির মাধ্যমে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালে প্রতিঘন্টায় ৮৫৮ টেরাওয়াট পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইয়াছে। ২০২২ সালের তুলনায় যাহা ৮৯ শতাংশ বেশি ।রিপোর্টে আরও দাবি করা হইয়াছে ২০২৪ সালে ভারত ২৪ জিগাওয়াট সোউরবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াছে। যাহা ২০২৩ সালের প্রায় দ্বিগুণ। এই সাফল্যের জেরেই জার্মানিকে ছাপাইয়া আমেরিকা ও চিনের পর তৃতীয় বৃহত্তম পরিবেশবান্ধব জেনারেটর হইয়া উঠিয়াছে দেশ। মঙ্গলবার বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ৮৮টি দেশের তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। যারা বিশ্বব্যপী উৎপাদিত বিদ্যুতের ৯৩ শতাংশ উৎপাদন করিয়াছে। পাশাপাশি বিকল্প বিদ্যুৎ নিয়া কাজ শুরু করিয়াছে বিশ্বের ২১৫টি দেশ। তবে এই তালিকায় ভারতের কৃতিত্ব নজরকাড়া। দাবি করা হইতেছে, বিশ্বের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মিটাইতে আগামী বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে ভারত।

চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ডিআই অফিস ঘেরাও মালদাতে

মালদা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার সকালে মালদাতে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ডিআই অফিস ঘেরাও কর্মসূচি শুরু হয়। ইংরেজবাজারের অতুল মার্কেট সংলগ্ন জেলা শিক্ষা দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় ”যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মী মঞ্চ”। তাঁদের দাবি, যোগ্যদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। চাকরিহারাদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, বচসা বাঁধে। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা তাঁরা। যদিও সরকারের তরফে এখনও বরখাস্তের চিঠি পাননি তাঁরা হাতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'যোগ্য'দের পাশে তিনি থাকবেন। কিন্তু তারপরও চাকরিহারাদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্যের কিছু অংশ। সংগঠনের কয়েকশো সদস্য এদিন ডিআই অফিসের ভিতর ঢুকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। পুলিশের বাধা পেয়ে তাঁরা জেলা শিক্ষা দফতরের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন।

“'বাংলার সম্প্রীতিই বাংলার অহঙ্কার', সভায় দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): “লড়তে হলে একতার জন্য লড়াই করুন। একতার জন্য হাঁটুন। জিয়ো অর জিনে দো। বাংলার সম্প্রীতিই বাংলার অহঙ্কার।'

সম্প্রতি বাংলাদেশে তৈরি হওয়া অশান্তির পরিবেশের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মহাবীর জয়ন্তীর অনুষ্ঠান থেকে সকলকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, 'কেউ কেউ রাজনৈতিক প্ররোচনা দেয়।”

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে অশান্তির প্রভাব পড়েছিল সীমান্তেও। মনে রাখবেন, একতা রক্ষা করাই আমাদের দায়িত্ব। যারা সবাইকে ভালবাসে, তাকে সবাই ভালবাসে।” সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের নামোল্লেখ না করলেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'অনেকে বলছেন বাংলায় হিন্দুরা নাকি অবহেলিত। এটা ঠিক নয়।'

এরপরই মমতা বলেন, 'অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, আমি কেন সর্বধর্মর অনুষ্ঠানে যাই? আমি যাবই সব জায়গায়। আমাকে গুলি করলেও আমি একতার পক্ষে। এটাই আমাদের একতা। যে যাই বলুক আমি যাব।'

মমতা এও বলেন, 'ভরসা রাখুন। আমি আপনাদের বিরোধী নই। আমি আপনাদের পাশে আছি। আপনারা এগিয়ে চলুন। আমি আগেও ছিলাম, আগামীতেও আপনাদের পাশে থাকব।'

শুকিয়ে গিয়েছে নদী, ময়নাগুড়িতে জল না পেয়ে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

জলপাইগুড়ি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): জলের দাবিতে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে বিক্ষোভে শামিল হলেন ৮ থেকে ৮০ সব বয়সের মানুষ। কেউ কোলে বাচ্চা নিয়ে, কেউ ছোট সন্তানকে নিয়ে জলের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হন। বুধবার ময়নাগুড়ি ব্লকের লাটিমের বাড়ি এলাকায় জল না পেয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাঁদের অভিযোগ, গোটা এলাকায় নেই জল। ফলে ভরসা একমাত্র নদী। নদীর জল দিয়ে সব কাজ করতে হচ্ছে। এলাকায় এখনও পৌঁছয়নি বাড়ি বাড়ি জল। শুকিয়ে গিয়েছে কুয়োও। দীর্ঘদিন ধরেই জলের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাঁরা, অবশেষে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে বুধবার। এদিন জলের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান

আহমাদ মোস্তফা কামাল

বাঙালিদের যাঁরা অন্তত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, তাঁরা সবাই জগদীশচন্দ্র বসুর নাম শুনেছেন। শুধু শুনেছেন বললে কম বলা হয়, বিজ্ঞানী বলতে বাঙালির মানসপটে প্রথম যাঁর ছবি ভেসে ওঠে, তিনি জগদীশচন্দ্র। এ এক বিরল ঘটনা। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানী তিনি একাই নন, বাঙালিদের মধ্যেও আরও অনেক বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী এসেছেন, তবু তাঁর নামটিই কেন সবার আগে মনে আসে? বিজ্ঞানী হিসেবে এ রকম বিরল খ্যাতি লাভ করা, অন্তত বাঙালিদের মধ্যে সহজ কথা নয় তো! এবং এ-ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাঁর কাজের পরিধি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে তেমন ধারণা না থাকলেও শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই জানেন, জগদীশ বসুর প্রধান আবিষ্কারগাছেরও প্রাণ আছে! (বিষয়টা পুরোপুরি ঠিক নয়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে এই লেখায়)। তাঁর কাজের পরিধি যে অনেক ব্যাপক ও গভীর, সে কথা খুব বেশি মানুষ জানেন বলে মনে হয় না। না জানার কারণও পরিষ্কার। তাঁর বিজ্ঞানজীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাজই এখন পর্যন্ত ব্যাখ্যাতীত এক রহস্যময়তায় ভরা, না বোঝার ফলে যা দূরবর্তী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা একটু পরই বিস্তারিত কথা বলব এবং এই লেখার মূল বিষয়বস্তু ওটাই।

২

তাঁর বিজ্ঞানজীবনের তিনটি পর্ব। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত প্রধানত পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা ও তার ফলাফল প্রকাশ করেছেন তিনি। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেন। আর সেখান থেকেই জড় ও জীবের আচরণের ঐক্য তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বাকি জীবন কাটে উদ্ভিদ—জগৎ নিয়ে। যাহোক, ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮মোটামুটি তিন বছরে তাঁর ১৩টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়! এত অল্প সময়ে মৌলিক কাজ নিয়ে এতগুলো উন্নত মানের গবেষণা প্রবন্ধ সত্যিই অবিশ্বাস্য। বোঝাই যায়, প্রস্তুতিপর্বটি তিনি গোপনেই সেরে রেখেছিলেন! যাহোক, এই সময়ই তিনি তারবিহীন বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গ (জনপ্রিয় নাম 'বেতারবার্তা') প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র প্রস্তুত, এদের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা ও এর প্রদর্শনী করে দেখান। তাঁর আগেও কাজটি ইউরোপে করেছিলেন বিজ্ঞানী রুডলফ হার্জ। কিন্তু জগদীশ বসুর কাজ যে পশ্চিমেও ব্যাপক সাড়া ফেলে, তুমুলভাবে সংবর্ধিত ও বিপুলভাবে গৃহীত হয়, তার কারণ, তাঁর কাজের সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা এবং কলাকৌশলের নিপুণতা। বিষয়টি একটু জটিল বলে সে আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু বলা যায়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (আজকাল যাকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়) তরঙ্গ উতাদন, প্রেরণ ও গ্রহণ করার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন তিনি, যা এর আগে পৃথিবীতে কেউ করে উঠতে পারেননি। সেই অর্থে তিনি ভারতীয় পরীক্ষণ পদার্থবিদ্যার জনকও বটে। আজকের সলিড স্টেট ফিজিকস বলে পদার্থবিদ্যার যে শাখা বিশ্বজুড়ে চর্চিত হচ্ছে, তার শুরু হয়েছিল জগদীশের এসব পরীক্ষণের ভেতর দিয়েই।

তারবিহীন বার্তা প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের (জনপ্রিয় নাম রেডিও ট্রান্সমিটার ও রেডিও রিসিভার) কৃতিত্ব অবশ্য পেয়েছিলেন গুগলিয়েলমো মার্কনি, যদিও তিনি জগদীশ বসুর পূর্ববর্তী ছিলেন না, ছিলেন পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী। কাজটির জন্য মার্কনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯০৯ সালে, যদিও তা প্রাপ্য ছিল জগদীশ বসুরই বা যৌথভাবে দুজনেরই। জগদীশ বসু অবশ্য এ নিয়ে কোনো কথাই বলেননি। এমনকি তিনি যে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে আদৌ ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতেন না, তার প্রমাণ মেলে নিজের উদ্ভাবিত বেতারবার্তা প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের পেটেন্টগ্রহণে তাঁর অনীহা ও অস্বীকৃতি থেকে। তিনি পেটেন্ট করিয়ে নিলে স্বীকৃতিটা প্রথমত তাঁকেই দিতে হতো, মার্কনিকে নয়।

তাঁর এসব গবেষণার বহুমাত্রিক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন আজকের সলিড স্টেট ফিজিকস বলে পদার্থবিদ্যার যে শাখা বিশ্বজুড়ে চর্চিত হচ্ছে, তার শুরু হয়েছিল জগদীশের এসব পরীক্ষণের ভেতর দিয়েই। (অর্থাৎ জগদীশ বসুর আবিষ্কার ছিল অতি ক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গ, যার থেকে তৈরি হয়েছে আজকের মাইক্রোওয়েভ, যা পরবর্তীকালে সলিড স্টেট ফিজিকসের বিকাশে সাহায্য করেছিল।) সেমিকন্ডাক্টর ফিজিকস বা অর্ধপরিবাহী বিজ্ঞানের যাত্রাও তাঁর হাতেই শুরু (সিসার এক যৌগ, নাম গ্যালেনা, সেটিকেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবাহীর গুণসম্পন্ন হিসেবে। যদিও তখন পর্যন্ত এটাই জানা ছিল যে কেবল ধাতুই পরিবাহীর গুণ ধারণ করে, অন্য কিছু নয়!) এত এত নতুন আবিষ্কারকেও তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কারণ, কাজগুলো করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজ হাতে নির্মিত যন্ত্রপাতির মধ্যে যেসব অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করেন, তা তাঁকে নিয়ে যায় এক মরমি জগতে। আর তাই ১৯০১ সালে লন্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশনে তিনি যে বক্তব্য দেন, তার প্রধান অংশজুড়ে তাঁর অসামান্য আবিষ্কারগুলো থাকে না; বরং থাকে এই মরমি ভাববাদ। তিনি লক্ষ করেছিলেন,গ্রাহকযন্ত্র বারবার ব্যবহার করলে তার প্রতিক্রিয়া শ্লথ হয়ে যায়, যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে; আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেলে আগের মতোই সক্রিয় হয়ে ওঠে। জড় পদার্থ, জীব ও উদ্ভিদ ব্যবহার করে তিনি পরীক্ষাগুলো চালাতে থাকেন, এই আরোগ্যকালও নির্ধারণ করেন এবং স্বনির্মিত আরেক ধরনের যন্ত্রে তিনি এই সাড়া লিপিবদ্ধ করেন! তিনি দেখতে পান, জড় পদার্থ বা উদ্ভিদের সাড়ালিপি হুবহু প্রাণীর মাংসপেশির সাড়ালিপির মতোই। আর এই পর্যবেক্ষণই তাঁকে ভাবতে বাধ্য করে যে জড় ও জীবের মধ্যে একটা ঐক্য আছে বা তারা আসলে একই অরিজিনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। (গাছের প্রাণ আছেএ কথা তিনি কোথাও বলেননি; বলেছেন তাদের সাড়ালিপি জীবের মতোই, অতএব তাদের অনুভূতিও জীবের মতো। আর এ কথাই জনপ্রিয়ভাবে প্রচারিত হয়েছে 'গাছের প্রাণ আছে' বাক্য দিয়ে!) তাঁর এই ভাববাদী অবস্থানের পেছনে নিশ্চয়ই ভারতীয় দর্শনের প্রভাব ছিল। কারণ, উপনিষদ বলে, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং' (এই যা কিছু জগৎ, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান)। এই প্রভাব যে ছিল, তার প্রমাণও মেলে পূর্বোক্ত বক্তৃতায়, যার শেষ কথা ছিল তিন হাজার বছর আগে গঙ্গার তীরে বসবাস করা তাঁর পূর্বপুরুষের ভাবনাজগতের বিবরণ, অর্থাৎ উপনিষদের প্রসঙ্গ।

৩

পদার্থবিজ্ঞানের কাঠখোট্টা পরীক্ষণ ও গবেষণা করতে করতেই তিনি প্রবেশ করেন এক মরমি দার্শনিক জগতে। তাঁর পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো চলতে থাকে এই দর্শনকে কেন্দ্রে রেখেই। তাঁর পরবর্তীকালের কাজগুলো পশ্চিমারা গ্রহণ করেনি। সত্যি বলতে কী, তারা সেগুলো বুঝতেই পারেনি। বুঝতে হলে যে ভারতীয় দর্শনটাকে আগে বুঝে নিতে হবে! বোঝা যাচ্ছে যে জগদীশচন্দ্র বসু মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিপার্শ্বের সম্পর্কগুলো বুঝতে চেয়েছিলেন। আর তাঁর গবেষণাগুলো মানবেতিহাসে সূচনা করেছিল এক নতুন অধ্যায়ের। দুঃখজনক হলেও সত্যি, জগদীশ প্রবর্তিত এই ধারা পরবর্তীকালে আর অনুসরণ করা হয়নি। আসলে তাঁর সমকালে (এবং পরবর্তীকালেও) কেউ তাঁকে বুঝতেই পারেননি। দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তাঁর ধারায় তিনিই প্রথম ও শেষ বিজ্ঞানী। তাঁর কোনো পূর্বসূরি নেই। তাঁর পরবর্তী গবেষণার মূল কেন্দ্রে ছিল উদ্ভিদ—জগৎ। একজন পদার্থবিদের পক্ষে উদ্ভিদবিদ্যার এসব খুঁটিনাটি কীভাবে বোঝা সম্ভব? কিংবা একজন উদ্ভিদবিদই—বা কীভাবে বুঝবেন পদার্থবিদ্যার এত সব জটিল তত্ত্ব? অথচ জগদীশচন্দ্র বসু করতে চেয়েছিলেন এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। তাঁকে না বুঝতে পারার এটিও এক বড় কারণ। যাহোক, তাঁর নিজের লেখা একমাত্র বাংলা গ্রন্থ অব্যক্ত থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে হয়তো তাঁর মানসজগৎটাকে খানিকটা বোঝা যাবে। বৃক্ষজগৎকে তিনি কীভাবে ভালোবেসেছিলেন, তা নিজেই লিখে রেখে গেছেন। 'আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি- খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখি, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাহাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, যাহা আগে পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবন ধারণ করিবার জন্য ইহাদিগেরও সর্বদা ব্যস্ততা আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুত্ব হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য জীবনদান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র।'মনে হয় গাছ নয়, মানুষ সম্বন্ধেই কথা বলছেন তিনি!

> বহুকালের চর্চিত জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে তাঁকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবু হাল ছাড়েননি, অসামান্য দৃঢ়তায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশচাত্যের জ্ঞানচর্চার পার্থক্য।

গবেষণাগারে বিজ্ঞানী জগদীশ বসু আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী নন। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, ওই জড় যন্ত্রগুলোও মানুষের মতোই ক্লান্ত হয়, বিশ্রামে সেই ক্লান্তি দূরও হয়, যেন ওই যন্ত্রের মধ্যেও প্রাণের সাড়া আছে। এই পর্যবেক্ষণই তাঁকে জড়জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে। তখন পর্যন্ত গাছকেও জড় বস্তু বলেই গণ্য করা হতো। তিনি একই সঙ্গে দুই দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন, আর এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে পরিমাপ করেছিলেন জড় বস্তু ও বৃক্ষের সংবেদনশীলতা এবং দেখেছিলেন এই সংবেদনশীলতা মানুষের সংবেদনশীলতার হুবহু প্রতিরূপ। গাছকে তিনি দেখেছিলেন প্রাণসম্পন্ন স্বতন্ত্র এক সত্তা হিসেবে, যার ইতিহাস মানুষের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, যদি না গাছ নিজে তার অনুমোদন দেয়! গাছের ইতিহাস বুঝতে হলে গাছের কাছেই যেতে হবে এবং এই ইতিহাস বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হতে হবে। মানুষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে গাছের ইতিহাস উদ্ধার করতে গেলে ভুল হবে। কারণ, 'মানুষ তাহার স্বতঃপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়'এ কথা বলে তিনি মানবেতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। 'আমাদের মূক সঙ্গী' গাছকে তিনি দেখেছিলেন গভীর মমতার চোখ দিয়ে।

'ঘর হইতে বাহির হইলেই চারিদিক ব্যাপিয়া জীবনের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। সেই জীবন একেবারে নিঃশব্দ।...চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। এই অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে...কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

'গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটেই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল ও বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোনো হাত থাকিবে না; কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।' এবং গাছের সামান্য একটি শাখা বা ফুল বা পাতা যে কেবল বর্তমানেরই নয়; বরং সহস্র বছরের ইতিহাস বহন করছে, সেই কথাও বললেন প্রথমবারের মতো। এমনকি গাছের মৃত্যুবর্ণনাও তাঁর হাতে যেকোনো মানুষের মৃত্যুর বর্ণনার মতোই হৃদয়স্পর্শী ও মর্মভেদী হয়ে উঠল। 'প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বতর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে... প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে আজীবন নিজেকে ব্যয় করে দিয়েছিলেন যিনি, 'বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান' করেছিলেন যিনি, তাঁকেই প্রকৃতি উপহার দিয়েছিল অকৃত্রিম নিঃসঙ্গতা। 'পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আসে, যখন কোনো এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির, স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন গাছ তাহার উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়।'

বহুকালের চর্চিত জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে তাঁকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবু হাল ছাড়েননি, অসামান্য দৃঢ়তায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশচাত্যের জ্ঞানচর্চার পার্থক্য। আর পরিশেষে তিনি দেখেছিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বহুবিধ শাখা প্রসারিত হয়েছে, তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আসলে একটিইজীবন ও পৃথিবীর রহস্য অনুসন্ধান; বহুত্বের মধ্যে 'এক'-এর সন্ধান। 'পাশচাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।...অপর দিকে বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ রাখিয়াছে।...

'এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, তাহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে সচেতনভাবে তাহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে সেই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্রে মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খ খ হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেই জন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।... বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এইকবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটিকে উপেক্ষা করেন না।... 'এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইল। কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।' হায়, প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে আজীবন নিজেকে ব্যয় করে দিয়েছিলেন যিনি, 'বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান' করেছিলেন যিনি, তাঁকেই প্রকৃতি উপহার দিয়েছিল অকৃত্রিম নিঃসঙ্গতা। শেষ জীবনে কারও সঙ্গেই কথা বলতেন না তিনি, কথা বলার মানুষই ছিল না আসলে!

মনিরুল ইসলামের 'পথভোলা পথিকেরা'

বিশেষ প্রতিবেদন।। ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২১ চৈত্র, খৃষ্টাব্দ ১৯১৬-এর ৩ এপ্রিল, শান্তিনিকেতনে বসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি...। পরে এতে স্বরলিপিকায় আনেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি/ সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা/ আমায় চেন কি/ চিনি তোমায় চিনি, নবীন পান্থ--/ বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত/ ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী/ তোমার পথে আমরা ভেসেছি / ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কে গো ডাকে করুণ গুঞ্জরি ....। এমন করে লেখা কাব্যের জনক রবীন্দ্রনাথ পথিক ছিলেন, পথভোলা ছিলেন না। এর মাঝেও পথিক রূপে সন্ধ্যাবেলার চামেলি, সকালবেলার মল্লিকাদের কথা এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু পথিক ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বপথিক। আশি বছরের জীবনে, তৎকালীন অনগ্রসর পৃথিবীর পটভূমিতে, দুটি বিশ্বযুদ্ধের অতি-সঙ্কুল পরিস্থিতি পেরিয়েও তিনি অন্তত ডজনবার বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ১৮৭৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে তিনি পাঁচটি মহাদেশের তেত্রিশটিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেন। তার ভ্রমণ আওতায় ছিল ফ্রান্স, হংকং, চিন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা, ইতালি, নরওয়ে, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস, মিশর, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, জামান, বার্মা, হল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া, ইরান, ইরাক, শ্রীলঙ্কাসহ তৎকালের প্রায়-পুরোটা পৃথিবী। সেই সুবাদে এই পথিক বিশ্বের পথিকদেরও চিনেছেন। চিনি গো চিনি ওগো বিদেশিনিতে রয়েছে সেই কথা।

আমি মনিরুল ইসলামের পথভোলা বইটি একটু বেশি সময় নিয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের পথভোলা পথিকের কথা আমার মনে পড়ছে। সময় এবং প্রেক্ষিত ভিন্ন। প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পথভোলা পথিকেরা বইটির ক্যানভাসও ভিন্ন। সাবজেক্ট- অবজেক্ট আরো ভিন্ন। এতে সন্ধ্যাবেলার চামেলি, সকালবেলার মল্লিকাদের কথা নেই। আছে স্বদেশি-প্রবাসীদের কথা। মেয়ের বাপের অসহায়ত্ব ছেলের বাপের উন্নাসিকতা, আমাদের সন্তানদের পথ হারিয়ে বরবাদ হয়ে যাওয়ার কথা আছে মনিরুল ইসলামের লেখনীতে। রয়েছে থ্রিল-রোমান্টিকতাও। মনিরুল ইসলাম পেশাদার লেখক নন। তিনি একজন ঊর্ধ্বতন চৌকস পুলিশ কর্মকর্তা। তবে পেশাগত কাজের ফাঁকে লেখার চর্চা রয়েছে নিয়মিত। নিয়মিত লেখালেখি করেন বলে এমন জাত লেখকের ছাপ কী করে এলো তার মধ্যে? প্রশ্নটা সামনে আসাই স্বাভাবিক। ২৮/২৯ বছরের চাকরিতে তার বেশিরভাগ কাজই হয়েছে সাদা পোশাকে। পুলিশের পাশাপাশি সমাজের ভেতর-বাইরও বেশি করে দেখার সুযোগ হয়েছে তার। কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পদটির অভিষেক তাকে দিয়েই শুরু হয়। পাঁচ বছরের কর্মকালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান সাফল্য পায় তার সরাসরি নেতৃত্বে। দীর্ঘদিন গোয়েন্দা শাখা ও কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দায়িত্ব পালনকালে বহু সন্ত্রাসীকে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের কাজটি করেছেন তিনি। এ অভিজ্ঞতা তাকে ঋদ্ধ করেছে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদ সম্পর্কে। দিয়েছে বাড়তি অন্তর্দৃষ্টি। তা আরো ঝালঅই করেছেন সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখিতে। গল্প তৈরির নানা কলাকৌশল অবশ্যই রয়েছে। রয়েছে সেই কৌশল রপ্ত করার স্টাইলও। কিন্তু চাইলেই যে কেউ তা পারে না। একজন আরেকজনকে শেখাতেও পারে না। নিজের ভেতর সেই মোহ- আগ্রহ থাকতে হয়। কানাডা প্রবাসী আবু মুস্তাকিম ব্যক্তি জীবনের একরাশ হতাশা নিয়ে দেশে ফিরে আসাকে উপলক্ষ করে মনিরুল ইসলাম যেভাবে তার 'পথভোলা পথিকেরা' উপন্যাসটির রচনা টেনে নিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে একটি স্টাইল। লেখক জীবনের অন্যতম দিক এটি। অনেক বড় বড় লেখকের জীবনেও স্টাইল তৈরির সৌভাগ্য হয় না। তার গল্পের প্রবাস ফেরত মুস্তাকিম হতাশ হলেও স্বপ্ন হারাননি। তার স্বপ্ন ছিল এক অলৌকিক সমাজ গড়ার। সমাজের লৌকিকতার মাঝে শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে থাকা পুরনো ইসলামী উগ্রপন্থিদের সঙ্গে কিভাবে তার যোগাযোগ হয়. এর কিঞ্চিত বর্ণনা আছে লেখায়। বর্ণনায় আছে আরো অনেক কথা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাগাতার অভিযানে দেশে থাকা উগ্রপন্থিরা ছিল চরম বিপর্যস্ত। তারা স্বপ্নবাজ আবু মুস্তাকিমের মধ্যে নতুন ধরনের আশার আলোর খোঁজ পায়। তার নেতৃত্বে তারা এগিয়ে চলে। সংগঠনে অল্পদিনে নতুন নতুন মুখ যোগ হয়। সংগঠনের পুরনো নেতা আবু দুজানা দেখে সুদূর কানাডা থেকে আসা আবু মুস্তাকিম আশ্চর্যজনকভাবে নিজের ব্যক্তি কারিশমায় 'জিহাদি' হিসেবে ধনী লোকের ছেলেদের সংগঠনে যুক্ত করছে। তার একটু ঈর্ষাবোধ হয়। তবে কি সে নিজের সংগঠনের নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারবে না? নিজের ভাবনা সে প্রকাশ করে না। কারণ তার জানা আছে আবু মুস্তাকিমের গোপন দুর্বলতা। তাছাড়া নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে বোঝে আবু মুস্তাকিমের সঙ্গে এখনই দ্বন্দ্বে জড়ালে সংগঠন ধ্বংসের ঝুঁকি দেখা দেবে। শুরু হয় এক অপারেশনের প্রস্তুতি যা বদলে দেবে বাংলাদেশের চেহারা। কোথায় কী সেই অপারেশন? গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কি পারবে আবু মুস্তাকিমকে ঠেকাতে? রোমহর্ষক এ আখ্যানের প্রতিটি বাঁকে রয়েছে টান টান উত্তেজনা। এসবের বিস্তারিত জানতে উপন্যাসের শেষ পাতা অবধি টেনে নেবে পাঠককে। ভালো লেখক হতে গেলে সবার আগে নিজেকে ভালো পাঠক হতে হয়। নতুন-পুরোনো, জীবিত- মৃত লেখকদের লেখা থেকে শুরু করে মুদি দোকানের ঠোঙা পর্যন্ত সবকিছু গোগ্রাসে পড়ে ফেলার নেশা অনেক লেখককে জীবনী দিয়েছে। মার্কিন লেখক জোনাথন লেথেম বলেছেন, একজন লেখককে হতে হবে তার সময়ের সবচেয়ে অগ্রসর পাঠক। আমাদের সৈয়দ শামসুল হক দাবি করেছেন, ক্ল্যাসিক লেখকদের লেখা পড়ে তিনি টের পেয়ে যান, ওই লেখক কোন অধ্যায়ের পর কোন অধ্যায় লিখেছেন, কোথায় কলম থামিয়ে ওই দিনের মতো বিরতি নিয়েছেন। মনিরুল ইসলাম নিশ্চয়ই এসব পাঠপঠন জানার বাইরে নন। আর স্টাইলটি তার নিজস্ব সৃষ্টি। তার বাড়তি আরো কিছু চর্চা ছিল। তা পড়াশোনার ক্ষেত্রেও। ১৯৭০ সালের ১৫ জুন গোপালগঞ্জে জন্ম নেয়া মনিরুল ইসলামের লেখাপড়ার চৌহদ্দীও বিস্তর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাড়িয়ে তার দিগন্ত আরো নানা দিকে। ২০০১ সালে সিএমপি এবং ডিবিতে এসি হিসেবে কাজ করার সময় থেকেই তার সাংবাদিকদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠি সাংবাদিকতা পেশায় যুক্তদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। এক পর্যায়ে ২০১০ সাল থেকে ডিএমপির মুখপাত্রের দায়িত্ব বর্তায় তার ওপর। পেশাগত এ দায়িত্বের সুবাদে মিডিয়া জগতের দিকপাল থেকে একেবারে নবীন সংবাদকর্মীর সাথেও যোগাযোগ হয়। যা পেশাগতভাবে তাকে সম্বৃদ্ধ করেছে। পেশাগত জীবনের কাজে ঠিক সেইভাবেই আমারও সুযোগটি হয়েছে মনিরুল ইসলাম এর সাথে খোলা মনে মিশতে পেরেছি। সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ সদস্য ও সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশি-বিদেশি নিরীহ মানুষকে উৎসর্গ করা ধ্রুব এষের প্রচ্ছদে বর্ণবিন্যাসের প্রকাশিত বইটি পড়েছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। পথভোলা পথিকেরা এই বইটি ২০২৩ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ জ্ঞান সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির বাজারমূল্য ৩০০টাকা। ফেব্রুয়ারি মাসের ......দিয়ে শুরু এবং .... ওঠে আবু মুস্তাকিমের চেহারা দিয়ে শেষ করা বইটির প্রতিটি শব্দ-বাক্য যেন এক একটি গল্প। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বেড়ে ওঠা, সদস্য সংগ্রহ, পলাতক-ফেরারি জীবন, জীবনবাজী রেখে অভিযানসহ নানা পর্ব নানা নামে তুলে আনা বড় কঠিন কাজ। কেবল তিন'শ টাকা উশুল নয়, বইটি অনেক অজানা সম্পর্কে ধারনা দেবে, যা সচেন যে কারো জন্যই জরুরি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় ৩৬ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে আয়োজিত জলছত্রে মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যন্যরা।

গুয়াহাটির পানবাজারে এনএফ রেল কর্তৃক নতুন রোড ওভারব্রিজের নির্মাণকাজ শেষ পর্য্যায়ে

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের বোস্ট্রিং গার্ডারের সফলভাবে চালু করার সাথে পানবাজারে নতুন রোড ওভারব্রিজ (আরওবি) নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যটি গতকাল মঙ্গলবার রাতে তিন ঘণ্টার সু-সমন্বিত ট্র্যাফিক ব্লক সময়ের মধ্যে ত্রুটিহীনভাবে সম্পাদিত করা হয়েছে।

আজ বুধবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই নতুন আরওবি ১৯৬৫-তে নির্মিত আগের পরিকাঠামোর স্থানে প্রতিস্থাপিত হবে। যা ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে। পুরনো আরওবি দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোগত এবং পরিচালন সম্বন্ধীয় প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছিল। সীমিত উল্লম্ব এবং অনুভূমিক ক্লিয়ারেন্সের জন্য পুরনো ব্রিজে ১৫ কিমি/ঘণ্টার একটি স্থায়ী গতিবেগ সীমাবদ্ধতা বলবৎ ছিল এবং একটি 'ডেড ওয়ার জোন'-এ পরিণত হচ্ছিল। ফলে বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ চলাচল প্রভাবিত হয়েছিল।

এছাড়া, ভারী বৃষ্টির সময় বারবার জলাবদ্ধতার ফলে আশপাশে ট্রেন চলাচল এবং যাত্রী পরিষেবাকে আরও ব্যাহত করেছিল। এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে সামাল দিতে ডিজাইনকৃত নতুন ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি উন্নত ক্লিয়ারেন্স নিশ্চিত করবে, গতিবেগের সীমাবদ্ধতা দূর করবে এবং বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভগুলির বাধাহীন চলাচলকে সুবিধাজনক করবে। ট্র্যাকের স্তর উঁচু হওয়ার ফলে জলাবদ্ধতার সমস্যাগুলিকে প্রশমিত করবে এবং বর্ষাকালেও সুগম যাতায়াত নিশ্চিত করবে।

প্রযুক্তিগত আপগ্রেড ছাড়াও এই প্রকল্পটি গুয়াহাটি স্টেশন ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণে কৌশলগত ভূমিকা পালন করবে। ফলে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম এবং উন্নতযাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য পথ প্রশস্ত করবে। নতুন তিন লেনের চওড়া ক্যারেজওয়ে, আগের দুইলেন যুক্ত আকৃতি থেকে উন্নত মানের, সড়কে যানজট কমে দেবে এবং শহরের যাতায়াতকে উন্নত করবে। ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের কাছে স্থান সম্বন্ধীয় বাধা থাকা সত্ত্বেও উপাদান সঞ্চয় স্থান এবং রসদকে প্রভাবিত করা স্বত্ত্বেও প্রকল্পটি এখন পর্য্যন্ত ক্রমাগতভাবে এগিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য জিও-সেল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিত্তিগত পরিকাঠামো, বোস্ট্রিং গার্ডার তৈরি এবং অবস্থান নির্ধারণ ও উদ্ভাবনী সাব-সোইল শক্তিশালীকরণের মুখ্য সাফল্য সমূহ অন্তর্ভুক্ত।

অনুমোদিত এজেন্সিগুলির দ্বারা নিয়মিত নজরদারি নির্মাণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কঠোর গুণমান এবং সুরক্ষা সম্বন্ধীয় মান বজায় রেখেছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব ব্যক্তিগতভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করছেন। আধিকারিকদের সময়মতো প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গার্ডারের সফল চালুর সাথে আরওবি প্রকল্পটি এখন তার চূড়ান্ত পর্য্যায়ে প্রবেশ করেছে। এটা গুয়াহাটিতে রেল এবং সড়ক সংযোগ উভয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে বলে প্রেস বার্তায় বলেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

ভোপালে আত্মঘাতী ছাত্রী

ভোপাল, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের ভোপালে গলায় ফাঁস দিয়ে এক ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম নিশা কুশওয়াহা (১৯), সে রিসালদার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। কলেজে বি.কম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিল সে। পাশাপাশি সে একটি অফিসে রিসেপশনিস্ট এর কাজ করত।

জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ওই ছাত্রীর মা রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাতের খাওয়ার সময় ডাকতে গিয়ে মেয়েকে না পেয়ে খোঁজ শুরু করেন মা। পরে স্টোর রুমে মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তিনি। বুধবার ময়নাতদন্তর পর দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে মহিলা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে ফারুক আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ৯ এপ্রিল (হি.স.): শক্তিশালী দেশ গঠনের জন্য নারীদের অধিকার দেওয়ার সময় এসেছে, শীঘ্রই জম্মু ও কাশ্মীরে একটি মহিলা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আব্দুল্লাহ। বুধবার ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, নারীরা নিজেদের অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। নারীদের অধিকার দেওয়ার সময় এসেছে। জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ নারী তাদের অধিকার পাওয়া উচিত এবং সংসদের উচিত বিলটির উপর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া যাতে নারীরা তাদের অধিকার পায়।"

ফারুক আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের মুকুট এবং আমরা এখান থেকে একটি নারী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করব। আমি এই বিষয়ে জমি চিহ্নিত করার জন্য বলেছি। আমরা তাদের (মহিলাদের) সমর্থন করার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেব।" বিধানসভায় বিরোধীদের বক্তব্য সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শত্রুরা সবসময় থাকবে, কিন্তু 'আমরা আমাদের কাজ করব এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে সমস্যা থেকে বের করে আনব।'

অন্ডালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোনের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার ২ মহিলা

দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোন পরিশোধের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অন্ডালের রামপ্রসাদপুরের নাজিরাবাদ এলাকা থেকে দুই মহিলা গ্রেফতার হয়েছেন। ধৃতদের নাম চাঁদনী খাতুন ও রেনু মন্ডল। মঙ্গলবার রাতে তাদের গ্রেফতার করে অন্ডাল থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত দুই মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের কাছ থেকে লোন পরিশোধের জন্য টাকা সংগ্রহ করতেন। কিন্তু সেই টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে নিজেদের কাছে রেখে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আত্মসাত করেছেন বলে অভিযোগ।

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের কোনও প্রয়োজনই ছিল না : ওমর আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ৯ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী আইনের তীব্র সমালোচনা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। তাঁর কথায়, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। বুধবার ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, দেশের একটি বড় অংশ এই বিল নিয়ে ক্ষুব্ধ এবং তাঁরা মনে করে, সরকার তাঁদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।

ওমর বলেছেন, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। একটি ধর্মকে টার্গেট করা হচ্ছে, অমুসলিমদের ওয়াকফ কার্য্যক্রম পর্য্যালোচনা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আপনি কি অ-হিন্দুদের শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী শ্রাইন বোর্ড বা শ্রী অমরনাথ জি শ্রাইন বোর্ডের কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখার অনুমতি দেন? তারা কি কোনও অ-শিখকে এসজিপিসির কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখার অনুমতি দিতে পারে? দল সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাঁরা ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করবে।

শিক্ষকদের উপর পুলিশের নিগ্রহের প্রতিবাদে সোচ্চার জয়েন্ট মুভমেন্ট ফোরাম

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন - জয়েন্ট মুভমেন্ট ফোরাম বৃহস্পতিবার এক কনভেনশন এর ডাক দিয়েছে। ভারত সভা হলে দুপুর দুটো নাগাদ ওই কনভেনশনে আয়োজন করা হয়েছে। সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। মূলতঃ শিক্ষকদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতেই এই সিদ্ধান্ত। কসবা সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষকদের উপর পুলিশী নিগ্রহের প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন—এর সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, চাকরি হারানো যোগ্য শিক্ষক - শিক্ষিকাদের যেভাবে নির্বিচারে লাথি, ঘুষি, গলা ধাক্কা সহ ব্যাপক পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে তা সমাজের সবচেয়ে সম্মানীয় অংশকে কলুষিত করেছে। ফলে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। প্রশাসনিক স্তরেই দুর্নীতি যে কতটা গভীরে রয়েছে তা বারংবার প্রশাসনই প্রমাণ করে দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে সমাজের সর্বস্তরের কর্মচারীরা সোচ্চার হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার জয়েন্ট মুভমেন্ট ফোরাম - এর আহ্বানে ওই পুলিশী নিগ্রহের প্রতিবাদে, যোগ্য শিক্ষক - শিক্ষিকাদের চাকরিতে বহাল রাখা ও বকেয়া ডিএ প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে আয়োজিত কনভেনশনে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের সামিল হতে আবেদন জানানো হয়।

আগামীকাল ১০ এপ্রিল ঘোষণা অসম মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৫-এর ফলাফল, খবর সূত্রের

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) অসম রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদ (আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড) পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৫-এর ফলাফল ঘোষণা হতে পারে বলে বিশ্বস্ত এক সূত্রের খবর।

সূত্রটি জানিয়েছে, স্কুল শিক্ষা পর্ষদ ফলাফল ঘোষণার সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। শুধু রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের অপেক্ষায় সেবা কর্তৃপক্ষ। সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর অসম রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিকের অফিশিয়াল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হবে ফলাফল। তবে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা সংক্রান্ত আরও সর্বশেষ খবর আজ (বুধবার) গভীর রাত অথবা আগামীকাল ভোরে পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল অসম রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষাগুলি এর আগে ২১ এবং ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ বছর চার লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

'পুলিশ বাধ্য হয়ে হালকা বলপ্রয়োগ করে', কসবা—কাণ্ডে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার চাকরিহারাদের একাংশ জড়ো হন কসবার ডিআই অফিসের সামনে। এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচালনার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের লাঠির ঘায়ে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে দাবি। এই ঘটনায় বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরে কলকাতা পুলিশ।

তাদের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানানো হয়, 'আজ কসবা ডিআই অফিসের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে যে, প্রথমে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা, বিনা উসকানিতে পুলিশ কর্মীদের উপর হামলা চালায় এবং হিংসাত্মক আচরণ করে, যার মধ্যে মহিলা পুলিশ কর্মীরাও ছিলেন।চারজন পুরুষ পুলিশকর্মী এবং দুইজন মহিলা পুলিশকর্মী আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং আরও ক্ষয়ক্ষতি ও আহতের ঘটনা রোধ করতে পুলিশ বাধ্য হয়ে হালকা বলপ্রয়োগ করে।এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।'

বাংলাদেশের তথ্য উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ পাকিস্তানের হাইকমিশনারের

ঢাকা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলমের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ বুধবার সাক্ষাৎ করেছেন। এদিন দুপুরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎকালে পাকিস্তানের হাইকমিশনার বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও পাকিস্তান টেলিভিশন (পিটিভি) এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান (এপিপি)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের আগ্রহ প্রকাশ করেন। জানা গেছে, সাক্ষাতের সময় উপদেষ্টা পাকিস্তানে বাংলাদেশি চ্যানেল সম্প্রচারের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকালে পাকিস্তান হাইকমিশনের প্রেস কাউন্সিলর ফসিহ উল্লাহ ও তথ্য উপদেষ্টার একান্ত সচিব সৈয়দ এনামুল কবির উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মামুন অর রশিদ এই বিষয়ে জানিয়েছেন।

আমবাগানে থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

জৌনপুর, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার সকালে আমবাগান থেকে এক যুবকের নগ্ন দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের উপাধ্যায়পুর গ্রামে। মৃতের নাম অনুরাগ পণ্ডিত (৩৫), সে ওই গ্রামেরই বাসিন্দা।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবে বলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। রাত আটটার সময় দাদার সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা হয়। বুধবার সকালে এক ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্যের সময় আমবাগানে তার দেহ পড়ে থাকতে দেখে। ওই বাগান মৃতের বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্ত শুরু করে।

"ধিক্কার জানাই, ছিঃ", প্রতিবাদীদের ওপর পুলিশের লাঠিতে কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): প্রতিবাদী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ওপর পুলিশের লাঠিচালনার ভিডিয়ো-র ছবিসহ ধিক্কার জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার বিকেলে এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, "নিজেদের দুর্নীতি চাপা দিতে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে, তাদের ওপর লেঠেল বাহিনী পুলিশকে দিয়ে লাঠিপেটা করাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যতো অন্যায় অত্যাচার শিক্ষিত মার্জিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর। কি অপরাধ তাঁদের? সৎ পথে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা? নিজেদের সাংসারিক জীবন ও সামাজিক সম্মান বিপন্ন হতে বসেছে, তার প্রতিকার খোঁজা?

নিগৃহীত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর এই নির্মম নির্যাতন বাঙালি মানবে না। এর ফল খুব খারাপ হবে।"

"শিক্ষকদের ওপর লাঠি মানা যায় না", মন্তব্য শিক্ষক নেতার

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): "কসবায় ডিআই অফিসে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের ওপর লাঠি মানা যায় না।" বুধবার সামাজিক মাধ্যমে এ কথা লিখলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গর (বিদ্যালয় শিক্ষা) রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক। তিনি জানিয়েছেন, "আজ রাজ্যের সমস্ত ডি আই অফিসে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক - শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা পূর্ব ঘোষিত আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করলে, কলকাতার কসবায় শিক্ষকদের ওপর পুলিশ বর্বরোচিত ভাবে আক্রমণ করেন, গলা ধাক্কা দেন, লাথি মারেন, এমনকি লাঠিও চালান। আজ নিজেদের চাকরি বাঁচাতে শিক্ষকদের এই পরিনতি মানা যায় না এর তীব্র নিন্দা

বুধবার আগরতলায় পলিটব্যুরোর সদস্য জীতেন্দ্র চৌধুরীর উপস্থিতিতে এক সভা আয়োজিত হয়।

সন্ধাই চাই

Ref- RK Pur PS. GD Entry No-40 Dated 05/04/2025

পাশের ছবিটি শ্রী বিক্রম শীল (৩৩) পিতা - মৃত রজলাল শীল, উচ্চতা - ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের বর্ণ- শ্যামলা, পড়নে - নীল রং এর ফুল পেন্ট এবং টি শার্ট। সাং- ২নং ফুলকুমারী, থানা - রাধাকিশোর পুর, জিলা- গোমতী ত্রিপুরা। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিটি গত৩১-০৩-২০২৫ তারিখ নিজ বাড়ি হইতে কাউকে কিছু না বলিয়া চলে যায়। এখন পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তিটির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।
উপরে উল্লেখিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) এস পি (ডিআইবি) গোমতী
৯০৮৯৪০৮৩১০ / ৯৪০২১১৯৬১৩
২) ও সি রাধাকিশোর পুর থানা
৯৪৩৬৭৭৩৫৯৫ / ৯৪৩৬৪৬৭৬৩৩
ICA/D-039/25

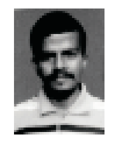

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

TRIPURA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.
Head Office : Agartala
Advt, No. TSCB/ESTT/RECRUITMENT/01/2023

NOTIFICATION FOR POSTPONEMENTOF OFFER LETTERS DISTRIBUTION CEREMONY

In reference to our notification dtd. 08.04.2025, we regret to inform you that the Offer Letters Distribution Programme which was scheduled on 10th April'2025 at Sukanta Academy Auditorium, Agartala has been postponed due to unavoidable circumstances.
The new date and venue for the distribution of Offer Letters will be announced shortly.
We appreciate your understanding and support.
Place: Agartala

Managing Director,
Tripura State Cooperative Bank Ltd.

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER FOR SETTLEMENT OF FOREIGN LIQUOR WAREHOUSES (2nd Call) UNDER KHOWAI DISTRICT TRIPURA.

It is hereby notified for general information that licenses are proposed to be offered for Foreign Liquor Warehouses in Khowai District, Tripura through e-tender method for the period of April 2025 to March 2026 (12 months). Details related to e-tender can be obtained from online website https://tripuratenders.gov.in and can be seen in the office notice board of the Collector of Excise, Khowai District, Tripura.
The Sale/Downloading /bidding of e-tender start on....
09 ./04/2025 and last date of downloading and bidding e-tender is on ...../04/2025 up to 05.30 PM. Technical bid will be opened online in the next working day by bid openers and after evaluation of Technical bid, the Financial bids of the technically qualified bidders will be opened.
Intending Appropriate Class of Bidders shall bid only in online website https://tripuratenders.gov.in and it will not allow any bidder to bid after the scheduled date and time. Submission of bids physically or by post or by courier is not permitted.
Corrigendum/addendum if any will be published on the above website.
ICA/C-111/25

Collector of Excise
Khowai District, Tripura.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O The Executive Engineer (Electrical)
Durga Choumuhani, Tripura (West)
NOTICE INVITING TENDER NO 01(2025-26)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Flectrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms Agencies/suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/TOC/MES/CPWD/Railway/TSECI Other State PWD experienced in similar native of job for the following work

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling Last date of Receiving
01	Providing supply and installation of 150/100 watt LED flood light for proper illumination around Sathlucky pond in ward no- 32 under Agartala Municipal Corporation	1,74,763.00 3,495.00	10(Ten) days	16/04/2025 19/04/2025

Details of work in the form of "Schedule of Work and general/special terms & conditions can be sen in the office of the undervigned on any working day in between 10.00 AM. t? 5:00 PM. up to 16-04-2025

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

উচ্চ রক্তচাপ থাকলে নুন খাওয়া বারণ

রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। ব্যস্ততার জীবনে অনিয়ম আর পরিশ্রম হল অন্যতম সঙ্গী। সেই সঙ্গে বাইরের তেল-মশলাদার খাবারের প্রতি ভালবাসা তো রয়েছেই। তবে এই কারণগুলিই রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্য একমাত্র নয়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, অত্যধিক হারে নুন খাওয়ার কারণে এই অসুখে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

তাই নুন খাওয়ায় রাশ টানা জরুরি। রক্তচাপের মাত্রা যাঁদের জরুরি। ইতিমধ্যেই যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত, কাঁচা নুন তাঁদের কাছে বিষের সমান। নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, শরীরচর্চা করা, বাইরের খাবার কম খাওয়া রক্তচাপের মাত্রা কমাতে এই নিয়মগুলি মেনে চলাই যথেষ্ট নয়। নুন খাওয়া বন্ধ করতে হবে। তবেই সুস্থ থাকা সম্ভব। একই কথা বলছেন চিকিতক অদ্রিজা রহমান মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসক বলেন, অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, উচ্চ রক্তচাপে কী খাওয়া উচিত আর কী খাওয়া উচিত নয়। যদি উচ্চ রক্তচাপের রোগীর ডায়াবিটিস, তবে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংযত হওয়া জরুরি, তা হল নুন। যতটা সম্ভব নুন কম খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এমনিতে আমরা পাতে নুন খেতে বারণ করি। এমনকি, রান্নাতেও কম নুন দিলে ভাল। তবে নুন খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে সোডিয়ামের মাত্রা কমে যেতে পারে।” সে দিকেও খেয়াল রাখতে বলছেন চিকিৎসক। খাওয়ার সময়ে আলাদা করে নুন নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। রান্নাতেও আগের চেয়ে নুনের ব্যবহার কম করছেন। তা হলেও কি নুন থেকে দূরে থাকা সম্ভব? তা কিন্তু নয়। কারণ, এমন অনেক খাবার রয়েছে, যেগুলিতে নুনের পরিমাণ অনেক বেশি। পাঁপড়, চানাচুর, বাইরের বিভিন্ন মুখরোচক খাবারে নুন থাকে। সরাসরি না খেলেও এই খাবারগুলির মাধ্যমে শরীরে নুনের প্রবেশ ঘটছে। শুধু নুন খাওয়া কমালে চলবে না। সেই সঙ্গে এই ধরনের খাবারও কম খেতে হবে। রক্তচাপ থাকলে নুন খাওয়া চলবে না। অথচ রান্না সুস্বাদু হয় নুনের গুণে। নুন ছাড়া কোনও রান্নাই মুখে তোলা বেশ কষ্টকর। ডায়াবেটিকরা চিনি খেতে পারেন না। সে জন্য অনেকেই বিকল্প হিসাবে সুগার ফ্রি খান। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য নুনের কোনও বিকল্প আছে? চিকিতকের কথায়, ‘লো ফ্যাট সল্ট খাওয়া যেতে পারে। তবে সেটাও অল্প পরিমাণে। অনেকেই আবার বিটনুন, সৈন্ধব লবণ খান। সৈন্ধব লবণ আয়োডিন যুক্ত নয়। ফলে এই ধরনের নুন খাওয়ার কোনও মানে নেই। আর বিটনুনের কোনও স্বাস্থ্যগুণ নেই। খেতে ভাল লাগলেও শরীরের কোনও উপকার হয় না।’

আমিষ রান্নার পর বাসন থেকে পেঁয়াজের গন্ধ যেতে চায় না?

বহু রান্নায় পেঁয়াজ না পড়লে মনের মতো স্বাদ হয় না। মাছ, মাংসে তো বটেই এমনকি পাতলা মুসুর ডালে পেঁয়াজ ফোড়ন দিলে খেতে অন্য রকম লাগে। তবে পেঁয়াজ স্বাদে যেমন অতুলনীয়, তেমনি এই আনাজের গন্ধও বেশ তীব্র, ঝাঁঝালো। রান্নার পরেও পেঁয়াজের গন্ধ ম ম করতে থাকে হেঁশেলে। তবে শুধু রান্নাঘরে নয়, পেঁয়াজের গন্ধ লেগে থাকে বাসনপত্রেও।

ফিশ ফ্রাই কিংবা পকোড়ার সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ যতই ভাল লাগুক, থালাবাসনে সে গন্ধ নৈব নৈব চ। কোন ঘরোয়া টোটকায় দূর করবেন এই গন্ধ?

বেকিং সোডা- বেকিং সোডার একই অঙ্গে বহুরূপ। কেক বানাতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি কোনও কড়া গন্ধ দূর করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। থালাবাসন থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতে ব্যবহার করতে পারেন এটি। যে পাত্রগুলি থেকে পেঁয়াজের গন্ধ বেরোচ্ছে, সেগুলি জল আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ভিজিয়ে রাখুন। কয়েক মিনিট পর ভাল করে মাজাঘষা করে নিলেই গন্ধ কেটে যাবে। লেবুর রস- বেকিং সোডার মতো লেবুর জলও জেদি দাগ থেকে গন্ধ, সবই দূর করতে পারে। পাত্র থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতে ব্যবহার করা যায় লেবুর রস। পেঁয়াজের গন্ধ লেগে থাকা বাসনে ভাল করে লেবুর রস মাখিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন। তার পর বাসন মাজার স্ক্রাবার দিয়ে ভাল করে ঘষে নিলেই গন্ধ কেটে যাবে।

ভিনিগার- হেঁশেলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। রান্নায় ব্যবহার করা ছাড়াও ভিনিগার দিয়ে থালাবাসন থেকে তাড়াতে পারেন পেঁয়াজের গন্ধ। প্রথমে পাত্রগুলি জল দিয়ে ধুয়ে নিন। তার পর ভিনিগার মেশানো জলে কিছু ক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। দেখবেন, গন্ধ চলে গিয়েছে।

কফির গুঁড়ো মন এবং ত্বকের যত্ন নেওয়া ছাড়াও কফি থালা থেকে পেঁয়াজের গন্ধ তাড়াতেও সাহায্য করে। অনেকেই এই টোটকার বিষয়ে জানেন না। কফিতে রয়েছে নাইট্রোজেন, যা যে কোনও গন্ধ তাড়াতে পারে। জলের মধ্যে কফির গুঁড়ো মিশিয়ে ওই মিশ্রণটি থালাবাসনের মধ্যে ঢেলে দিন। গন্ধ কেটে যাবে।

ঘন ঘন নেলপালিশ পরেন? নখের খেয়াল রাখতে ৩ ঘরোয়া টোটকা

নখে বাহারি রঙের প্রলেপ দেওয়াটো কি যত্ন নেওয়ার শেষ কথা? নেলপালিশ পরলে নখে একটা আলাদা শ্রী আসে। তবে সেটাই একমাত্র নয়। বরং সেই রং থেকে নখের নানা ক্ষতি হতে পারে। তাই নখের চাই ঘরোয়া যত্ন। নখ ভেঙে যাওয়া কিংবা খসখসে নখের সমস্যা অনেকেরই রয়েছে। তা ছাড়া ঘন ঘন নেলপালিশ পরলে বা তুললেও নখ হলদে হয়ে যায়।

সেই সমস্যা থেকে মুক্তি ভরসা হতে পারে কয়েকটি ঘরোয়া টোটকা?

লেবুর রস

ঘন ঘন নেলপালিশ পরেন যাঁরা, নখ নখের কোণ হলদেটে হয়ে যায়। নখের হলদে ভাব দূর করতে লেবুর রস হতে পারে অন্যতম উপায়। টোটকা মেনে চললে হলদে ভাব কেটে যাবে।

রসুন- রসুনের কোয়ায় থাকে এমন কিছু উপাদান, যা ব্যাক্টেরিয়া মেরে ফেলতে পারে। দু’কোয়া রসুন বেটে নিতে হবে ভাল করে। সেই রসুন বাটা কিছু ক্ষণ লাগিয়ে রাখতে হবে নখের উপরে। নখে যাতে রসুনের রস পৌঁছয়, সে ব্যাপারে খেয়ালে রাখতে হবে। কয়েকদিনের ব্যবহারে নখের সমস্যা দূর হবে।

নারকেল তেল -রুক্ষ চুল কিংবা খসখসে নখের সমাধান লুকিয়ে রয়েছে নারকেল তেলে। নখের চারপাশে তেল দিয়ে ভাল ভাবে মালিশ করে নিন। বারবার মালিশ করলে তেল ত্বক ও নখের সঙ্গে মিশে যাবে। নখও ভাল থাকবে।

আটার বদলে রাগি দিয়ে তৈরি খাবার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে

মালপোয়া, লাড্ডু বা প্যানকেক সবই খাবেন অথচ ওজন বাড়বে না। এমন ইচ্ছা তো সকলের মনেই থাকে। কিন্তু তা সম্ভব কী করে? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ময়দার বদলে যদি মিলেট বা রাগি ব্যবহার করা হয়, তা হলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আয়রন, ক্যালশিয়াম, প্রোটিন-সহ বেশ কিছু খনিজ রয়েছে, যা শুধু ওজন নয় রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

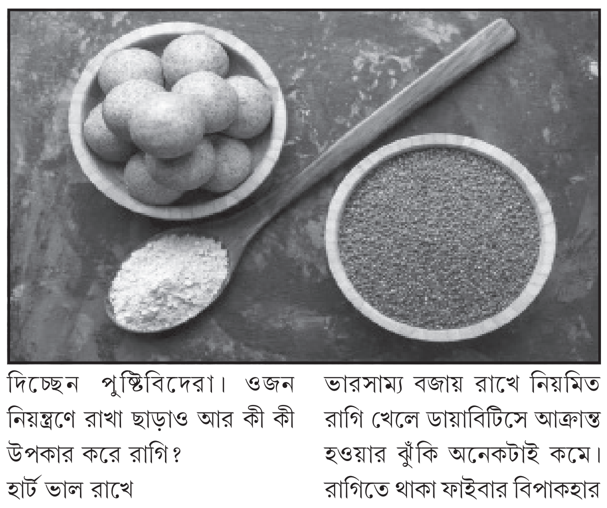

রাগিতে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটাই বেশি। এই ফাইবার অন্ত্রের জন্য ভাল। এ ছাড়াও, রাগিতে “আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট” নেই বললেই চলে। ফলে শরীরে বাড়তি মেদ জমার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না রাগি খেলে। তাই প্রতি দিনের সাধারণ খাবারের মধ্যে রাগি যোগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ছাড়াও আর কী কী উপকার করে রাগি?

হার্ট ভাল রাখে

রাগিতে থাকা ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও, রাগিতে থাকা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ লিভারে ফ্যাট জমতে বাধা দেয়। ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও ঠিক থাকে। রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখে নিয়মিত রাগি খেলে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে। রাগিতে থাকা ফাইবার বিপাকহার উন্নত করতে সাহায্য করে। যার প্রভাবে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হজমে সহায়ক

রাগিতে থাকা ফাইবার অত্যন্ত সহজপাচ্য তাই হজমের সমস্যা থাকলেও রাগি খাওয়া যায়। অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখার পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করতেও সাহায্য করে রাগি।

রাগির আটা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে

হাড়ের জন্যও ভাল

সাধারণত দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারকেই ক্যালশিয়ামের প্রধান উত বলে মনে করা হয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাগিতেও যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালশিয়াম থাকে। তাই দুধ সহ্য হয় না যাঁদের, তাঁরা রাগি দিয়ে তৈরি খাবার খেতেই পারেন।

মেদ ঝরাতে সাহায্য করে

রাগিতে থাকা ফাইবার অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখে। তাই বার বার খিদে পাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। ভাত বা আটার রুটির ভাল বিকল্প হতে পারে এই রাগি।

বাহুমূলের রোম তোলার পরই ত্বকে ফুসকড়ি হচ্ছে?

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত বাহুমূলের রোম তোলেন অনেকেই। রোম তুলতে কারও পছন্দ ওয়াক্সিং। আবার সালোঁয় গিয়ে রোম তোলা সম্ভব না হলে অনেকেই রেজার দিয়ে রোম কামিয়ে ফেলেন। তবে স্পর্শকাতর ত্বকে যে পদ্ধতিতেই রোম তোলা হোক না কেন, র‍্যাশ-ফুসকুড়ির সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। ঘন ঘন রোম তোলার ক্ষেত্রে অনেকেরই ত্বকে আবার “ইনগ্রোথ”এর সমস্যাও দেখা যায়। কিছু নিয়ম মেনে চললেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

১) এক্সফোলিয়েট রোম তোলার পরের দিনই এক্সফোলিয়েট করতে যাবেন না। অন্তত পক্ষে ৩-৪ দিন পর থেকে নিয়মিত ত্বকে এক্সফোলিয়েট করা উচিত। তবে বাহুমূলের জন্য মাইল্ড কোনও স্ক্রাব ব্যবহার করাই ভাল। এই অভ্যাসের ফলে ত্বকে র‍্যাশ, ফুসকুড়ির সমস্যা যেমন দূর হয়। তেমন এটি ত্বকের ভিতর রোমের “ইনগ্রোথ” এর সমস্যাও দূর করে। ২) গরম জলের ভাপ ফুসকুড়ি যদি বড় হয়ে অনেকটা ফেঁড়ার মতো আকার ধারণ করে, তখন ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। কারও কারও ত্বকে সংক্রমণও হতে পারে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গরম জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে শুকনো করে নিংড়ে নিয়ে আক্রান্ত স্থানে ভাল করে মুছে নিন। চাইলে গরম জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা অ্যান্টিসেপটিক লোশন মেশাতে পারেন। ৩) শেভিং বা ওয়াক্সিং করা যাবে না ত্বকের স্পর্শকাতর অংশগুলিতে “ওয়াক্সিং” বা “শেভিং” না করাই ভাল। নিয়মিত শেভিং বা ওয়াক্সিং করলে ত্বকে এই ধরনের সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। ত্বকে ফুসকুড়ি হয়েছে, এমন অবস্থাতেও রোম তোলা বেশ ঝুঁকির।

৩ খাবার: বর্ষায় সুস্থ থাকতে এড়িয়ে চলুন

বর্ষায় সংক্রমণের ভয় বেশি। তাই এই সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াদাওয়া করা জরুরি। খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম করলেই প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে যে কোনও রোগবালাই সহজে বাসা বাঁধে শরীরে। তাই এই মরসুমে সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি এমন কিছু খাবার রয়েছে যেগুলি বর্ষাকালে যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল।

সেগুলি খেলে শরীরে নানা অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে পারে। কোন খাবারগুলি বর্ষায় এড়িয়ে চলবেন?

সামুদ্রিক খাবার- বর্ষায় সামুদ্রিক মাছ না খাওয়াই ভাল। বিশেষ করে চিংড়ি, পমফ্রেট। কারণ এই সময় বৃষ্টির কারণে জলে প্যাথোজেন এবং ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকে। সেগুলি আবার মাছের দেহে প্রবেশ করে। ফলে এই ধরনের মাছ খেলে ডায়েরিয়া, পেটখারাপের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ভাজাভুজি জাতীয় খাবার বর্ষার মরসুমে টুকটাক মুখরোচক খাবার খেতে মন চায়। চায়ের সঙ্গে শিঙাড়া কিংবা গরম গরম আলুর চপ হলে তো জমে যায়। এই ধরনের খাবার বর্ষায় মনের যত্ন নিলেও, শরীরের খেয়াল রাখে না। হজমের গোলমাল দেখা দেয়। পেটে নানা সমস্যা হয়। শরীরে আর্দতা হারাতে থাকে।

মাশরুম- ফ্রায়েড রাইসে কিংবা চাউমিনে কয়েক টুকরো মাশরুম দিলে খেতে মন্দ লাগে না। তবে বর্ষায় মাশরুম কম খান। ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ভয় থেকেই যায়। যাঁদের গ্যাস-অম্বলের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের মাশরুম না খাওয়াই ভাল।

মুখে বলিরেখা পড়তে শুরু করলে তবেই কি রেটিনলযুক্ত ক্রিম মাখা উচিত?

একটা বয়সের পর ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা মন থেকে মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর। জেল্লা হারানো ত্বকের যত্নে ইদানীং “রেটিনল” নামক একটি অ্যাসিডের প্রয়োগ দেখা যায় বেশি। যা আসলে এক প্রকার রাসায়নিক। তবে ত্বকের জন্য তা খুব একটা ক্ষতিকর নয় বলেই জানান চিকিৎসকেরা। ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরে আসার পাশাপাশি মুখের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, বলিরেখার মতো সমস্যা দূর করতে “রেটিনল” যুক্ত ক্রিম, ইমালশন বা সিরাম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই।

তবে এই অ্যাসিডের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলেই ত্বকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকেই বলেন, কমবয়সে এই অ্যাসিড মুখে মাখা যায় না। আবার অনেকের ধারণা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই অ্যাসিডযুক্ত ক্রিম মাখলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তবে যে কোনও রাসায়নিক ব্যবহারেরই তো ভাল-মন্দ রয়েছে। তা ছাড়া কার ত্বকে কতটা পরিমাণ রেটিনল প্রয়োজন বা আদৌ প্রয়োজন কি না, তা না জেনে বা অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ না নিয়ে এই প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত নয়। রেটিনল কি? তবে অনেকের মনেই এই “রেটিনল” নামক অ্যাসিডটি নিয়ে মনে বেশ ভয় কাজ করে। এই অ্যাসিডের মূল উপাদান হল ভিটামিন এ। যা ত্বকের বলিরেখা দূর করতে, ত্বক মসৃণ করতে, দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে। তবে বয়স এবং ত্বকের ধরন অনুযায়ী রেটিনলের মাত্রা কেমন হবে, তা নির্ধারণ করতে পারেন বিশেষজ্ঞরাই। তাই তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কখনওই এই ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু রেটিনলের ব্যবহার নিয়ে ভুল ধারণা মনে পুষে রাখাও ঠিক নয়।

কোন বয়স থেকে মাখতে শুরু করবেন রেটিনল?

মুখে বয়সের ছাপ প্রতিরোধ করতে অনেকেই ৩০-এর পর থেকে রেটিনল মাখতে শুরু করেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, যাঁদের অকালে বয়সের ছাপ পড়ার প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে রেটিনলযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার শুরু করার বয়সটা ২৫ হলেই ভাল।

ব্যবহারের আগে কী কী জেনে রাখা ভাল? স্পর্শকাতর ত্বকের ক্ষেত্রে রেটিনল একেবারেই নিষিদ্ধ। ত্বক জ্বালা করা, অস্বস্তি হওয়া, র‍্যাশ বেরোনোর মতো সমস্যা হতেই পারে। তবে একান্তই যদি এই জাতীয় প্রসাধনী মাখতে হয়, সে ক্ষেত্রে পরিমাণের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। সপ্তাহে এক দিনের বেশি এই অ্যাসিড ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন চিকিৎসকেরা। তবে এই অ্যাসিড সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায় না। তাই ক্রিম, ইমালশন বা সিরামে কত শতাংশ রেটিনল রয়েছে, তা দেখে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রেটিনলযুক্ত প্রসাধনী কখন মাখবেন? এই ধরনের প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করাই ভাল। যে কোনও ধরনের অ্যাসিড, রোদের সংস্পর্শে এলে তা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। রেটিনলযুক্ত ক্রিম কি শুধু মুখেই মাখবেন?

মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হলেও গলা বা হাতের চামড়াও কিন্তু কুঁচকে যেতে পারে। খুব একটা চোখে পড়ে না বলে অনেকেই বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব দেন না। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, মুখের পাশাপাশি হাত, গলা এবং ঘাড়েও কিন্তু এই রেটিনল দেওয়া প্রসাধনী মাখতে হবে।

বাড়িতে চিকেন পকোড়া বানালে মুচমুচে হয় না কোন

রান্নার প্রতি সদ্য ঝোঁক বেড়েছে। ইদানীং নেট ঘেঁটে বিরিয়ানি থেকে চিলি চিকেন সবটাই বানিয়ে ফেলছেন। প্রশংসাও পাচ্ছেন প্রিয়জনের থেকে। তবে ভাজাভুজির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক জমছে না। চালের গুঁড়ো থেকে শুরু করে কর্নফ্লাওয়ার, সবই ব্যবহার করছেন অথচ কিছুতেই কুড়মুড়ে হচ্ছে না ভাজাভুজি।

চিকেন পকোড়া হোক ফিশ ফ্রাই, কায়দা না জানলে দোকানের মতো কুড়মুড়ে ভাব আসা মুশকিল! ভাজার সময় মুচমুচে থাকলেও কিছু ক্ষণ পরে নরম হয়ে যায় ভাজাভুজি। রান্নার সময় কয়েকটি টোটকা মানলেই ভাজাভুজি কুড়মুড়ে হয়, রইল তার হদিস।

১) বিভিন্ন তেলের ধূমাঙ্ক (স্মোকিং পয়েন্ট) বিভিন্ন হয়। ভাজাভুজি কুড়মুড়ে করতে হলে তেল ভাল করে গরম করতে হবে। সাদা তেল, যেমন বাদাম তেল বা সূর্যমুখী তেলের ধূমাঙ্ক বেশি। তাই ওই তেলে কিছু ভাজলে তা বেশি কুড়মুড়ে হয়।

২) বাড়িতে শত চেষ্টা করেও দোকানের মতো কুড়কুড়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয় না। আলুতে স্টার্চ থাকে আর ভাজার আগে সেই স্টার্চ আলুর গায়ে লেগে থাকলে ভাজার সময় কুড়মুড়ে হয় না। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করার সময় আলুগুলি নির্দিষ্ট মাপে কেটে ঠান্ডা বরফ জলে আধ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। তার পর জল ঝরিয়ে শুকিয়ে নিন। তবেই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই মুচমুচে হবে। খুব বেশি জিনিস একসঙ্গে তেলে ছেড়ে দিলে তা কখনওই মুচমুচে হবে না। ছবি: শাটারস্টক ৩) কিছু ভাজার সময়ে

তেল সঠিক মাত্রায় গরম না হলে মুশকিল। ঠান্ডা তেলে কখনওই পকোড়া বা কাটলেট দিলে তা কুড়মুড়ে হবে না। অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে আবার সেগুলি পুড়ে যাবে। তাই তেল ভাল করে গরম করে নিয়ে যখন ধোঁয়া উঠতে শুরু করবে, তখন গ্যাসের আঁচ খানিকটা কমিয়ে নিয়ে ভেজে ফেলুন পছন্দের স্ন্যাকস। ৪) খুব বেশি জিনিস একসঙ্গে তেলে ছেড়ে দিলে তা কখনওই মুচমুচে হবে না। তাই যে পাত্রে ভাজছেন, তার আকার বুঝে অল্প অল্প করেই ভাজা শ্রেয়। ৫) হাতে একটু সময় থাকলে ডবল ফ্রায়িং পন্থা বেশ ভাল! এ ক্ষেত্রে আগে থেকে কোনও ভাজাভুজি তেলে ছেড়ে আধভাজা করে তুলে রাখুন। খাওয়ার আগে ফের আর এক বার তেলে দিয়ে ভেজে নিন। এতে কুড়মুড়ে হবে আপনার স্ন্যাকস।

বুধবার আগরতলায় আমরা বাঙালির উদ্যোগে শিক্ষা ভবনে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

২ টাকা এগিয়ে দিয়ে প্রতিবাদীরা বললেন "পুলিশ ৫০০ টাকারও যোগ্য নয়"

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): চাকরিহারারা রাস্তায় নামতেই বুধবার অ্যাকশনে নামে পুলিশ। কসবার ডিআই অফিসে নামে র‍্যাফ, চলে লাঠি! তাতেই যেন ক্ষোভের আগুন একেবারে ঘি পড়ে।

হাতে ৫০০ টাকার নোট নিয়ে এগিয়ে এলেন বিক্ষুব্ধরা। উচ্চস্বরে বলেন, 'ঘুষ দেব ঘুষ! এই পুলিশ টাকা নিয়ে যা টাকা।' কেউ আবার ২ টাকা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ওরা ৫০০ টাকারও যোগ্য নয়।" কসবায় এ দিন চাকরিহারাদের ফেলে পেটাতে দেখা যায় পুলিশকে। উত্তেজনার মাঝেই ৫০০ টাকার নোটের তোড়া নিয়ে এগিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন চাকরিহারা। চিৎকার করে বললেন, "ঘুষ দেব ঘুষ! এই পুলিশ টাকা নিয়ে যা টাকা। আমরা পুলিশকে টাকা দিতে চাইছি। খুব ভাল কাজ করেছে। আমাদের ম্যাডামদের মেরেছে, শিক্ষকদের মেরেছে। তাই আমরা এই টাকা পুলিশকে প্রাইজ হিসাবে দিতে চাইছি।" এগিয়ে আসেন আরও বেশ কয়েকজন। একজন হাতে ২ টাকার কয়েন নিয়ে বলেন, "ঘুষখোর পুলিশ!

ঘুষখোরদের ঘুষ দেব। যোগ্যতার যেখানে মূল্য নেই, যোগ্য শিক্ষকরা আজ লাঠি খাচ্ছে। তাই ওদের ঘুষ দিতে চাইছি। আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে প্রতিবাদ চালাচ্ছি।"

সঙ্গে সঙ্গেই পাশে দাঁড়িয়ে আর একজন বললেন, "আমাদের প্রতিবাদের ভাষা এটা। আমাদের শিক্ষকদের ভেরিফিকেশনের সময় ওরা টাকার দাবি করেছিল। সমস্ত জায়গা থেকে খবর পেয়েছি। কারও থেকে ৫০০, কারও থেকে ১০০০ টাকা নিয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন করেছে।

এরা এখন ৫০০ টাকার যোগ্য নয়। ২ টাকার যোগ্য।"

এদিন সকাল থেকে কখনও বারাসত কখনও কাঁথি, কখনও আসানসোল, কখনও আবার মালদহে ডিআই অফিসে আছড়ে পড়ে প্রতিবাদীদের ঢেউ। দফতরের ফটকে ঝোলে তালা।

কথা দিয়েও অনুপস্থিত বিজেপির সাংসদ, দীর্ঘ অপেক্ষা করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কটাক্ষ ব্রাত্য বসুর

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার কসবায় ডিআই অফিসে চাকরিহারাদের ওপর লাঠিচালনার প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক ভেস্তে দেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কথা ছিল, দুপুর দুটোয় তিনি বিকাশভবনে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে যোগ্য ও অযোগ্য বাছাইয়ের ফর্মুলা দিয়ে আসবেন। কিন্তু এদিন কসবা-সহ একাধিক জায়গায় চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। তার প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করার সিদ্ধান্ত নেন অভিজিৎবাবু। এ নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এদিন বিকাশ ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন, অভিজিৎ বাবুর এদিনের ভূমিকা হল - 'সর্প হয়ে দংশন করো, আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ফুঁক করা' -র মত ঘটনা। অথচ, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় বসেছিলাম। ব্রাত্য বসু আরও জানান, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়।

সংবাদ মাধ্যমের কাছে অভিযোগ জানালে চলবে না, বরং শিক্ষা বিভাগে লিখিত আবেদন জানানো দরকার।

তিনি বলেন, এদিন অভিজিৎ বাবু কেন এলেন না, তার কারণ জানা নেই। নতুন কোনও সমস্যা, নাকি দলের তরফেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা বলতে পারি না। ঘটনা যাই হোক না কেন, পিছু হটে যাওয়ার উপযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বাইক থেকে পড়ে আহত গর্ভবতী মহিলা

পূর্ব সিংভূম, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার বাঘবেড়া থানা এলাকার স্টেশন রোডে বুধবার পুলিশের চেকিং চলাকালীন বাইক থেকে এক গর্ভবতী মহিলা পড়ে গিয়ে আহত হন। ওই মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। পথে পুলিশ তাঁদের থামালে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও বাইক থেকে পড়ে যান।

ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে। ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে।

উত্তর প্রদেশের ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার কিশোরের

আমেঠি , ৯ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের আমেঠির সঙ্গরামপুর থানার অন্তর্গত এলাকায়। মৃতের নাম নীতিন (১৪), সে শুকুলপুর গ্রামের বাসিন্দা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল ওই কিশোর। বুধবার বাড়ি থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দূরে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

'জানা নেই', কসবায় চাকরিহারাদের উপর লাঠি নিয়ে মন্তব্য ফিরহাদের

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার রাজ্যের শিক্ষা দফতরের কসবা অফিসে শিক্ষকদের উপর লাঠিচালনা নিয়ে দিনভর বিতর্ক হচ্ছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মন্তব্য করলেন তাঁর 'কিছু জানা নেই' বলে।

চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রাখতে অনুরোধ করে মন্ত্রী এ দিন বলেন, "যে যাই বলুক না কেন, আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রাখুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ফিরহাদ বলেন, "বিরোধীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ভিডিয়ো তুলে ধরছে। প্ররোচনায় পা না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন সেই মতো স্কুলে যান এবং কাজে যোগদান করুন। মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় কি হচ্ছে সে সব কান দেওয়ার দরকার নেই।"

ঠাকুরপুকুর-কাণ্ডে ফুঁসে উঠলেন তৃণমূল নেতা কুণাল

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার ফের ঠাকুরপুকুর-কাণ্ডে ফুঁসে উঠলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এ নিয়েই এদিন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি।

অভিযুক্ত সেলেবরা কেন এখনও সকলে গ্রেফতার নয়, তা জানতে চাওয়ার পাশাপাশি আর জি কর হাসপাতালের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রশ্ন তোলেন, দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর পরও কেন 'টলিউডের বিপ্লবীরা' প্রতিবাদ করছেন না? কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, যাঁরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে একজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তাঁদের এখনও কেন গ্রেফতার করা হল না? তৃণমূল নেতার প্রশ্ন, একজনের প্রাণ চলে যাওয়ার পরও কেন 'চুপ' ইন্ডাস্ট্রি? তিনি লিখেছেন, "টলিউডের বিপ্লবীরা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' বলে মোমবাতি হাতে নামছেন না কেন?" সঙ্গে এও বলেন, "আপনাদের ইন্ডাস্ট্রি মদ্যপ, খুনি বলে?" অর্থাৎ ফের আরও একবার যে কুণালের নিশানায় টলিউডের তারকারা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, গত রবিবার ঠাকুরপুকুরে একটি গাড়ি ধাক্কা মারে সাত জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় সেই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। পরবর্তীতে এই ঘটনায় নাম জড়ায় টলিউডের একাধিক সেলেবের। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে জামিন দেয় আদালত।

হিংসাত্মক ঘটনা কাম্য নয়, কসবাকান্ডে দাবি মুখ্যসচিবের

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): পুলিশের আচরণে উঠেছে নিন্দার ঝড়। ঠিক কী কারণে কসবায় লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটল, বুধবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে সে কারণ স্পষ্ট করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

চাকরিহারা শিক্ষকদের ডি আই অফিস অভিযান ঘিরে কসবায় এ দিন ধুন্ধুমার কান্ড হয়। লাঠি, লাথি, মার, ঘুসি খেতে হয় চাকরিহারাদের। এর পর নবান্নে মুখ্যসচিব সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'গত ৭ তারিখ চাকরিহারা শিক্ষকদের নিয়ে নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রী সভা করেন। তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়, শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশে আছে সরকার। সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়। কীভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় তা স্থির করতে লিগাল সেলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। মুখ্যসচিব দাবি করেন, "তা সত্ত্বেও আজ কিছু জায়গায় অবাঞ্ছিত কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। হয়তো কারও মদতে হচ্ছে। কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের অভিনন্দন। আমরা সকলকে পুনর্বাসন, ভরসা দিতে চাইছি। সরকার পাশে আছে। চাকরিহারাদের কষ্ট, দুঃখে আমরা সমব্যথী। সকলের পাশে থাকতে যা পদক্ষেপ করা উচিত তা হচ্ছে।' চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি মুখ্যসচিবের আর্জি, 'এমন কোনও পদক্ষেপ করবেন না যাতে আমাদেরও পালটা কিছু করতে হয়। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখুন। পারস্পরিক বিশ্বাস, ভরসা রাখতে হবে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, পুলিশকর্মীদের উপর হামলা হয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে তা বাঞ্ছনীয় নয়।'

চাকুরিহারা শিক্ষকদের রাস্তা অবরোধ ও ডিআই অফিস ঘেরাও, উত্তপ্ত বাঁকুড়া শহর

বাঁকুড়া, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : চাকুরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনে বুধবার উত্তাল হয়ে ওঠে বাঁকুড়া শহর। এদিন দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তায় কলেজ রোডের চার্চ মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন চাকুরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্ল্যাকার্ড হাতে গরমের মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় বসে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। এই অবরোধে স্তব্ধ হয়ে পড়ে কলেজ রোডের যান চলাচল। পথচলতি বহু মানুষও তাঁদের প্রতিবাদে সংহতি জানান। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ করলেও আন্দোলনকারীরা সাফ জানিয়ে দেন কোনও আপোস নয়। তাঁদের দাবি, সরকার তাঁদের যোগ্যতা ও সম্মান নিয়ে খেলেছে। এখন আর পিছু হটার সময় নেই , হয় সসম্মানে পূর্ণবহাল, নয়তো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের পতন ঘটানো হবে।

দুপুর ২টা নাগাদ আন্দোলনকারীরা মিছিল করে পৌঁছান স্কুলডাঙা এলাকার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের সামনে। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল পুলিশ, মহিলা পুলিশ ও র‍্যাফ। ডিআই অফিসে ঢুকতে বাধা দিলে শুরু হয় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা, যা পরে ধস্তাধস্তিতে রূপ নেয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। চাকুরিহারা শিক্ষকরা চোখে জল নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। তাঁদের মরিয়া মনোভাব এদিন বারবার প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, জেলার বিভিন্ন বিডিও অফিস ঘেরাও করে ১১ দফা দাবিতে বামপন্থী শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনগুলির সদস্যরা প্রতিবাদে সামিল হন। তাঁদের মূল দাবি ছিল , যোগ্য চাকরিচ্যুতদের সসম্মানে পুনর্বহাল এবং নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। গোটা জেলা জুড়েই ছড়িয়ে পড়ে উত্তাপ।

কাজহারা শিক্ষকদের ওপর লাঠিচালনার কথা স্বীকার করলেন সিপি

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): কসবায় পুলিশ লাঠি চালিয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা।

বুধবার কসবায় ডিআই অফিস অভিযান করেন চাকরিহারারা। আর তা ঘিরেই উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টায় পুলিশ লাঠি চালায়। সিপি-র দাবি, "পুলিশ বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে।' বুধবার তিনি নবান্নে মুখ্যসচিবের পাশে বসে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'কসবার ডিআই অফিসে হামলায় ৬ জন জখম। তাঁদের মধ্যে ১ জন হাসপাতালে।' চাকরিহারাদের মারধরের যে ছবি, ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে তা আংশিক সত্য বলেও দাবি করেন নগরপাল। সেই সঙ্গে বলেন, "পুলিশ কারও বিরুদ্ধে নয়। পরিস্থিতি বাধ্য না-করলে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে না।"

তিনি জানান, এই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে ডিসিপি-র কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩ এপ্রিল, সুপ্রিম কোর্টের এক অঁচড়ে চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা। তারপর থেকেই রাজ্যজুড়ে হাহাকার। এই পরিস্থিতিতে চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। গত ৭ এপ্রিল, নেতাজি ইন্ডোরে চাকরিহারাদের সমাবেশে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নতুন করে নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত চাকরিহারা শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে এদিন কাজহারা শিক্ষকরা ডিআই অফিস অভিযানের ডাক দেন।

শিক্ষকদের লাঠিপেটার প্রতিবাদে এসইউসিআই (কম্যুনিস্ট)-এর ডাকে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ কর্মসূচি

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : কসবা ডি আই অফিসে চাকুরিহারা শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করেছে এস ইউ সি আই (কম্যুনিস্ট)। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেকে পরিত্রাতা হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে, কসবা ডি আই অফিস সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পুলিশ সেই শিক্ষকদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছে, লাথি মারার ঘটনাও ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে তাঁর এই আচরণ এক কথায় সম্পূর্ণ দ্বিচারিতা। দলের তরফে এর তীব্র নিন্দা করা হচ্ছে এবং দোষী পুলিশের শাস্তির দাবিও করা হয়েছে।

চাকরিহারাদের বিক্ষোভ মেদিনীপুরে, তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল ডিআই অফিসে

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল (হি.স.): ডিআই অফিসে তালা ঝুলিয়ে বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিলও করেছেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করতে হবে, ফেরাতে হবে চাকরি, এই দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা তাঁরা। যদিও সরকারের তরফে এখনও বরখাস্তের চিঠি পাননি তাঁরা হাতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'যোগ্য'দের পাশে তিনি থাকবেন। কিন্তু তার পরও চাকরিহারাদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্যের কিছু অংশ।

বুধবার মেদিনীপুর শহরে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসএসসি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। প্রতীকী স্ট্রেচার নিয়ে মিছিল করেন এবং আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ন্যায়বিচার দাবি করেন। একজন মহিলা বিক্ষোভকারী বলেছেন, 'আমরা এখানে এসে ডিআই অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি, কারণ আমাদের দাবি হল যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করতে হবে। আমাদের তালিকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়েবসাইটে আপলোড করা হোক। এছাড়াও, যেহেতু আমাদের কাছে আসল ওএমআর নেই, তাই প্রবেশকৃত এবং টেন্ডার না দেওয়া তথ্য আলাদা করার পরপরই এর প্রতিচ্ছবি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা উচিত। এটাই আমাদের একমাত্র দাবি। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে সরব না।'

বরিশালে পুলিশের বাধায় মঞ্চস্থ করা গেলনা রামায়ণ পালা

বরিশাল, ৯ এপ্রিল (হি.স.): পুলিশের বাধায় বাংলাদেশের বরিশালের কাউনিয়ায় রাম নবমী উপলক্ষে রামায়ণ পালা মঞ্চস্থ করা গেলনা বলে অভিযোগ উঠেছে। কাউনিয়ার শ্রী শ্রী মনসা মন্দিরে বরিশালে রাম নবমীর সবচেয়ে বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মঙ্গলবার রাতে রামায়ণ পালা শুরুর মুখে পুলিশ মাইক এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যায়।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই পুলিশের তরফে চাপ দেওয়া হচ্ছিল যাতে রামায়ণ পালা না হতে পারে। পুলিশ দাবি করে, অনুষ্ঠানের অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাদের কাছে খবর আছে, পালা শুরু হলে হামলা হতে পারে।

উদ্যোক্তারা পুলিশকে লিখিতভাবে পালা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে বলেন। কিন্তু অভিযোগ, প্রশাসন তা কানে তোলেনি। রাতে পালা শুরু হওয়া মাত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও এলাকার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ পালাগান নিয়ে আপত্তি তোলেনি। প্রতিবার এলাকার সব ধর্মের মানুষ পালাগান শুনতে আসেন।

মনসা মন্দির পূজা কমিটির এক কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যকে জানিয়েছেন, রামনবমী উপলক্ষে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। মঙ্গলবার 'রামায়ণ' পালা মঞ্চস্থ করার কথা ছিল 'তিলকস গ্রুপ অ্যান্ড থিয়েটার' নামে একটি দলের। ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা পরিচালক তিলক বসু অনিম বলেন, দু-মাস ধরে পালাগানের রিহার্সাল করেছি। পুলিশের সিদ্ধান্তে আমরা মর্মাহত।

বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি বার্সেলোনা বনাম ডর্টমুন্ড, হেড-টু-হেড রেকর্ড

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার (বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় ১২:৩০) বার্সেলোনার ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়ামে ২০২৪-২৫ চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বার্সেলোনা ডর্টমুন্ডের মুখোমুখি হবে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে, দুটি দলই ৩ বার মুখোমুখি হয়েছে। বার্সেলোনা দুবার জিতেছে, একটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। ২০১৯ সালে তাদের প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্রতে শেষ হয়েছিল।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ফেরান টরেসের দুটি গোলে বার্সা তাদের সর্বশেষ ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে জয়লাভ করে। ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে বার্সেলোনার সামগ্রিকভাবে হেড-টু-হেড রেকর্ড ভালো, গত ডিসেম্বরে তাদের শেষ জয় এসেছিল, চলমান চ্যাম্পিয়নস লিগে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছিল তারা।

বার্সেলোনা বনাম ডর্টমুন্ড: চ্যাম্পিয়নস লিগে সম্পূর্ণ হেড-টু-হেড রেকর্ড খেলা হয়েছে: ৩ টি

বার্সেলোনা জিতেছে : ২ ড্র: ১টি

বুধবার ফের এসএসসি ভবনে চাকরিহারারা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার ফের এসএসসি ভবনের উদ্দেশে গেলেন চাকরিহারা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিরা। এদিনও প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলির পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছেন বলে জানান তাঁরা। চাকরিহারাদের দাবি, যে ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল ২০১৬ সালে, তার 'মিরর ইমেজ' হার্ড ডিস্কে রয়েছে। সেই তথ্য প্রকাশ করুক স্কুল সার্ভিস কমিশন। শুধুমাত্র তা হলেই সুপ্রিম কোর্টে 'রিভিউ পিটিশন' দাখিল করা সম্ভব। কিন্তু গতকাল এসএসসি অফিসে গিয়েও চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি।

এক শিক্ষিকা বলেন, "আমাদের চাকরিটা আর নেই। এটা বাস্তব। উপযুক্ত প্রমাণ সহ যেতে হবে, তাই প্রমাণ চাই। অভিজিৎ বাবুর ওপর তো ভরসা রাখছি। উনি বিপদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করেছেন। ভরসা তো রাখবই। এসএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। দেখা না হলে ধরনায় বসতেই হবে।"

তিনি অভিজিৎ বাবুকে পথপ্রদর্শক বলে সম্মান জানান। শেষে উল্লেখ করেন, উনি (অভিজিৎ গাঙ্গুলি) যেভাবে বলবেন, আমরা এগোব।

ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে বুধবারও অশান্ত মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ, ৯ এপ্রিল (হি.স.): জঙ্গিপুরের পর এবার তেতে উঠল সুতি থানার আহিরণ ব্রিজ এলাকা। আহিরণে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দীর্ঘ সময় ধরে চলে অবরোধ।

বুধবার সকালে সুতির আহিরণ হল্ট ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ হয়। জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে এলাকাতে। তা অমান্য করেই চলে বিক্ষোভ। অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অবস্থা সামাল দিতে এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। লাঠি নিয়ে ধাওয়া করে পুলিশ।তারপরেই জনতার সঙ্গে কার্যত খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি শুরু হয়। বাধ্য হয়ে পুলিশ একাধিক কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়।

বুধবার আগরতলায় উপজাতি যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে এক ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয়।

সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচিকে সহ্য করতে পারছে না বলেই সিপিএম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে : যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচিকে সহ্য করতে পারছে না বলেই সিপিএম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। জনসম্মুখে ভুল তথ্য প্রকাশ করছে। আজ কৃষ্ণনগর বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বাম যুব সংগঠনের অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলেন বিধায়ক তথা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব।

প্রসঙ্গত, গতকাল বামপন্থী যুব সংগঠনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বেকার সমস্যা, বিভিন্ন দফতরের কর্মীদের ঝুলিয়ে রাখা সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি, বেকার সমস্যার চরম পর্য্যায়ে বলে ও অভিযোগ করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, নেশায় মাইলস্টোন তৈরি করেছে ত্রিপুরা বলে. আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এর জবাব দিয়েছেন যুব মোর্চা সংগঠনের সভাপতি সুশান্ত দেব। এদিন তিনি ওই বক্তব্যের তীব্র ভাষার নিন্দা জানান এবং রাজ্যে বেকারের পরিকাঠামো,সরকারের উন্নয়নমুখী প্রকল্প সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন।

শ্রী দেবের অভিযোগ, বিগত দিনে বাম সরকার চাকরি দেওয়ার নাম করে যুবকদের মিছিলে হাঁটিয়েছেন। কিন্তু বিজেপি সরকার স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি বজায় রেখে বেকারদের কাযকরী প্রদান করছে। আসলে, সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মসূচিকে সহ্য করতে পারছে না বলেই তারা মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। তাঁর আরো অভিযোগ, বাম জমানায় ২০০২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কোনো বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি প্রদান করা হয় নি।

উত্তরাখণ্ডে ডিভাইডারে গাড়ির ধাক্কা, মৃত এক ,আহত আরও দুই

হরিদ্বার, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তরাখণ্ডে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে হরিদ্বারের বহদারাবাদ এলাকার রানিপুর ঢালের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিভাইডারে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। গুরুতর আহত হন গাড়ির মধ্যে থাকা ৩ জন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দু''জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃত ব্যক্তির নাম শগুন আগরওয়াল যিনি উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের বাসিন্দা। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ নিয়ে অশান্তি, রিপোর্ট চাইলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে রঘুনাথগঞ্জের উমরপুর এলাকা। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বুধবার রাজ্য প্রশাসনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

মুর্শিদাবাদে মঙ্গলবার উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ । তারপরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি বলে খবর। এদিকে রাজভবন সূত্রে বুধবার জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রশাসনকে কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার নির্দেশও দিয়েছেন রাজ্যপাল।

রাজভবনের এক পদস্থ সূত্র জানান, 'রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে হিংসা থামাতে হবে । একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমাও দিতে হবে রাজভবনে।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সংসদের দুই কক্ষে পাশ হয়েছে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল। যদিও দীর্ঘ আলোচনা পর্বে বিরোধীদের একাংশ সংশোধিত বিলের তীব্র বিরোধিতা করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পথ চলতি জনগণের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় ও ফল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: রামনগর মন্ডলের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বুধবার পথ চলতি সাধারণ নাগরিকের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় ও ফল বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার কর্পোরেশন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে পথ চলতি মানুষদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় ও তরমুজ বিতরণ করলেন আগরতলা পুর নিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বিধায়ক তথা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ ওয়ার্ডের কর্পোরেটর। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র তথা এলাকার বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে দলের তরফ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে পথ চলতি মানুষের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় এবং ফল বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এ ধরনের সেবামূলক কর্মসূচিতে দলের প্রত্যেক নেতা কর্মী সমর্থককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তেলিয়ামুড়াতে অনুষ্ঠিত সক্রিয় কার্য্যকর্তা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ এপ্রিল: গোটা রাজ্যজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে সক্রিয় কার্য্যকর্তা সম্মেলন চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে বুধবার তেলিয়ামুড়াতে স্থানীয় অশ্বিনী কুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে তেলিয়ামুড়া মন্ডল ভিত্তিক সক্রিয় কার্য্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই কার্য্যকর্তা সম্মেলনে দলের রাজ্য নেতা তাপস ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, মন্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। গোটা সম্মেলনে বিভিন্ন স্তরের কার্য্যকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে দলকে শক্তিশালী করার আহ্বান ধ্বনিত হয়।

গোটা বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় দাবি করেন,, গোটা রাজ্যব্যাপী গৃহীত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজকের এই আয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে দলের কার্য্যকর্তাদের আরও সক্রিয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজেপি দল প্রকারান্তরে আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি তিনি আরো জানান এই সময়ের মধ্যে দল ৪৬ তম স্থাপনা দিবসকে সামনে রেখে নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি সম্পাদন করে চলেছে।

বামুটিয়া ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে জেলাশাসক, খতিয়ে দেখলেন বিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠনও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: পশ্চিম জেলার জেলা শাসক বিশাল কুমার আজ বামুটিয়া ব্লকের পশ্চিম গান্ধীগ্রাম ও ভাগলপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন রাস্তাঘাট, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কৃষি, মৎস্য, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ভাগলপুর দরগার লেইককে নিয়ে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব দেন প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ ধন দাস, ভাগলপুরের উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা সঠিকভাবে পাচ্ছে না জনগণ এই নিয়ে জনগণের অভিযোগ আছে। পড়াশোনা সঠিকভাবে হচ্ছে না বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে। আজকে উত্তর রামনগর বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজি পড়তে পারেনা জেলাশাসক নিজে তা পরিদর্শন করেন। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক কে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। পরিদর্শন কালে জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন বামুটিয়া ব্লকের বিডিও অমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ ধন দাস, কৃষি আধিকারিক রাজু রবি দাস, সহ বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিক গন।

করে যাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এখন আমাদের সরকার আসার পর উন্নয়ন কাকে বলে সেটা এখন মানুষ বুঝতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস ও সবকা বিশ্বাস - এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা সকলের জন্য কাজ করছি। এই সরকার জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। জনজাতিদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অথচ আগে জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অনেকে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ শিলান্যাস ও উদ্বোধন হওয়া প্রকল্পগুলির মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্র রয়েছে। এতে এই এলাকার মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ২০১৮ থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে। ত্রিপুরা জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক জাতীয় পঞ্চায়েত পুরষ্কার অর্জন করেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত উন্নত না হলে দেশ উন্নত হবে না। ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বাস করেন। আর প্রধানমন্ত্রী সেটা বুঝেছেন। সাফল্যের সঙ্গে কাজ করায় কিছুদিন আগে ত্রিপুরা ৭টি জাতীয় পঞ্চায়েতী রাজ পুরস্কার পেয়েছে। পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ৩টি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ আসনে উঠে এসেছে। আমরা সবাই মিলে কাজ করছি বলে সেটা সম্ভব হয়েছে। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা একমাত্র ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রয়েছে। ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ হয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত ডিজিটাল ত্রিপুরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা করা হয়েছে। মূলত, ফসলের গুণমান উন্নয়নে এটা করা হয়েছে। এতে ৫ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বাজেটে রাখা মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় স্থায়ী বাসিন্দা অন্ত্যোদয় পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জন্য ৫০,০০০ টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট রাখা হবে। আর ১৮ বছর পূর্ণ হলে সুদ সমেত সেই টাকা পাবে সে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ৫,০০০ টাকা প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা চালু করা হয়েছে। এজন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের সকল অংশের মানুষের কল্যাণে বাজেটে আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে। কৈলাশহর ও উদয়পুরে দুটি মাল্টি পারপাস ইনডোর স্পোর্টস হল গড়ে তোলা হবে। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। চোখের চিকিৎসার জন্য একটা ১০০ বেডের আই হাসপাতাল স্থাপন করার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা জল জীবন মিশনের আওতায় ৮৫.১২% কভার করেছি। পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে জলের ঘাটতি রয়েছে, আমরা উদ্ভাবনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। খুব সহসাই আমরা জল জীবন মিশনে ১০০% সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবো। ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করার পর থেকে রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব কর প্রায় ২৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক যাদব লাল নাথ, উত্তর জেলার সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, উত্তর জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় কার্য্যকর্তা সম্মেলন, বক্সনগর মন্ডলের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ এপ্রিল: আজ বক্সনগর টাউন হল প্রাঙ্গণে, এক দিবসীয় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্য্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালের ৬ই এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হাত ধরে। তার অঙ্গ হিসেবে ৬ এপ্রিল প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে ৬ থেকে ১২ পর্যন্ত, বিজেপি প্রদেশ রাজ্য কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সকল দলীয় অফিস এবং কার্য্যকর্তার বাড়িতে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা ইত্যাদি। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করেন, বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, প্রাক্তন সিপাহী জেলার জেলা সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, মন্ডল সভাপতি অনিল দাস, প্রাক্তন ব্লক মন্ডলসভাপতি সুভাষচন্দ্র সাহা, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী, কল্যাণী দেবনাথ, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কার্য্যকর্তাগণ।

তারপর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, দীনদয়াল উপাধ্যায়, ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে ফুলমালা দান করেন, উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করেন। মূলত ভারতের জনতা পার্ট সাংগঠনিক বৃদ্ধি গ্রামের সঙ্গে এবং উন্নয়নের রূপরেখা এই হল তাদের আজকের মূল কাজ। প্রতিটি কার্য্যকর্তা কে গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ডোর টু ডোর করতে হবে। মন্দির হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ স্বচ্ছতা অভিযান করা বিভিন্ন প্রকল্পের ১০ জন সুবিধা ভোগীদের সাথে পরিদর্শন করা এবং তাদের সাথে কথা বলে সম্পর্ক তৈরি করা।

আসন্ন নির্বাচনে একজন হিন্দুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবেন না : সুকান্ত

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন নির্বাচনে একজন হিন্দুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবেন না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। মুর্শিদাবাদের হিংসা প্রসঙ্গে বুধবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমি এবং সম্বিত পাত্র যখন সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম, তখনই আমাদের ধারণা ছিল, এরকম কিছু ঘটবে। আমরা জানতাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬০০০ শিক্ষকের চাকরি হারানোর বিষয়টি থেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবেন। এটি রাজ্য মদতপুষ্ট হিংসা। ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে, যখন পশ্চিমবঙ্গে সিএএ পাস করে সিএএ গঠন করা হয়েছিল, তখন আমরা রাজ্যে এই ধরণের হিংসা দেখেছি; একটি ট্রেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, 'মুর্শিদাবাদে এরকম ঘটনা ঘটে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস এইসব ঘটনা সংগঠিত করে। ২০২১ সালে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের জীবন ঝুঁকির মুখে ছিল। নারীদের ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছিল। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ-কে পা রাখতে হয়েছিল। এভাবেই হিন্দু নারীদের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা একত্রিত হচ্ছে এবং আমার বিশ্বাস আসন্ন নির্বাচনে একজন হিন্দুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবেন না।' সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, 'যখন আমরা নবান্ন ''ঘেরাও''র ডাক দিয়েছিলাম, তখন কিছু মানুষ পুলিশের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, পুলিশের পরিবর্তে তিনি যদি সেখানে থাকতেন, তাহলে তিনি এই লোকদের মাথায় গুলি করতেন। আমি তাকে বলতে চাই, যদি তার সাহস থাকে, তাহলে বেরিয়ে এসে মুর্শিদাবাদে দু''টি পুলিশের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং ছয়টি পুলিশ ভ্যান ভাঙচুরকারী লোকদের কাছে একই কথা বলুন।'

প্রয়াত বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কুমারী অনন্তন

চেন্নাই, ৯ এপ্রিল (হি.স.): বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কুমারী অনন্তন প্রয়াত হয়েছেন। বুধবার ভোরে চেন্নাইয়ে মারা গিয়েছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। বয়সী এই প্রবীণ নেতা হলেন বিজেপি নেতা এবং তেলেঙ্গানার প্রাক্তন রাজ্যপাল ডঃ তামিলিসাই সৌন্দেররাজনের বাবা। কুমারী অনন্তন চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, যেখানে তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় মারা যান। তাঁর মরদেহ চেন্নাইতে তাঁর মেয়ের বাসভবনে জনসাধারণের শ্রদ্ধার জন্য রাখা থাকে। বিজেপি নেতা তামিলিসাই সৌন্দরারাজনের বাবা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কুমারী অনন্তনের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এমডিএমকে সাংসদ ভাইকো। ভাইকো বলেছেন, 'কুমারী অনন্তন ছিলেন একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব, তিনি সংসদে তামিল ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার চালু করেছিলেন। এটি আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন এবং এর কৃতিত্ব কুমারী অনন্তনকে, তিনি রাজ্য থেকে মদের ভয়াবহতা নির্মূল করার জন্য কঠোর লড়াই করেছিলেন।' তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিও তামিলিসাই সৌন্দরারাজনের বাবাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

উঠছে দুর্নীতির অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

রোড ও কমলপুর-শ্রীরামপুর সংযোগকারী সড়কের জন্য আরও ১৪৬.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। সব মিলিয়ে কোটি টাকার কাজ, কিন্তু প্রশ্ন উঠছেএই বিপুল ব্যয়ের কাজ কতটা যাচাই-বাছাই করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে?

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণের সময় বর্ষার জল নিষ্কাশনের কোনো সঠিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। ফলে বৃষ্টির জলে জমি ডুবে থাকে বছরের অধিকাংশ সময়। সোনাইমুড়ি পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বহু কৃষিজমিতে বছরের পর বছর জল জমে থেকে চাষাবাদ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

বিষয়টি একাধিকবার জেলা প্রশাসনকে জানানো হলেও তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের নীরবতা এবং নির্মাণ সংস্থার দায়িত্বহীনতাকে ঘিরে উঠছে বড়সড় দুর্নীতির আশঙ্কা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, কাজ শেষ করেই নির্মাণ সংস্থা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। অথচ তাদের পাঁচ বছরের রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি ছিল। সেই অনুযায়ী আজ পর্যন্ত কোনো রাস্তায় মেরামতির ছোঁয়া পড়েনি। কৈলাশহর-কুমারঘাট মেইন রোডে বড় বড় গর্তে নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রাণ হারিয়েছেন কয়েকজন বলেও দাবি করেছেন স্থানীয়রা।

কৃষকদের প্রশ্নএই গাফিলতির দায় কে নেবে? রাজ্য সরকার, না কি গ্ধহ্‌জঞ্জঙ্গখ্জ্র? কোথায় গেল রক্ষণাবেক্ষণের টাকা? কে দেখছে নির্মাণ সংস্থা ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা?

এখন কৃষকরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছেন। তাঁরা চাইছেন, অবিলম্বে তদন্ত করে দায়ী নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের, এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পে প্রশাসনিক তদারকি নিশ্চিত করা হোক।

উন্নয়নের নামে যদি সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়, তবে সেটা উন্নয়ন নয়, সেটা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতাএমনটাই মনে করছেন ভুক্তভোগীরা।

বাম-কংগ্রেস জোট

● প্রথম পাতার পর

ভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে এগারো জন পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে উপ প্রধান আব্দুল কালামের বিপক্ষে বিজেপি দলের ৫জন পঞ্চায়েত সদস্য ভোট দিলেও সি.পি.আই.এম দলের ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য উপপ্রধান আব্দুল কালামের পক্ষে ভোট দেয় এবং আব্দুল কালামের নিজের ভোট মিলে মোট ছয়টি ভোটে পুনরায় কংগ্রেস দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল কালাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। পদে ভোটাভুটির সময় বিজেপি দলের ৫জন পঞ্চায়েত সদস্য ভোট বয়কট করে চলে যান। কিন্তু এগারো জন মোট পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে কংগ্রেস দলের একজন ও সি.পি.আই.এম দলের ৫জন সহ মোট ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত থাকায় ভোটাভুটি হয় এবং উপস্থিত ছয়জনই প্রধান সন্ধ্যা রানী দেবকে ভোট দেন ও সন্ধ্যা রানী দেব ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন।

দুই দেশ সফরের দ্বিতীয় পর্য্যায়, স্লোভাকিয়া পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দুই দেশ সফরের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বুধবার ভোরে স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিসলাভায় পৌঁছেছেন। ব্রাতিস্লাভায় রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে গার্ড অফ অনারে সম্মানিত করা হয়। গতকালই তাঁর পর্তুগাল সফর শেষ হয়। ২৭ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রপতির প্রথম পর্তুগাল সফর কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিষয়ক সচিব তন্ময় লাল সাংবাদিকদের জানান, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী লুই মন্টেনিগরোর বৈঠক সফল হয়েছে। দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, জোর দেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর। তন্ময় লাল জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী মন্টেনিগরোর মধ্যে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও হয়।

২৯ বছর পর ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ঐতিহাসিক স্লোভাকিয়া সফরে সেদেশের প্রেসিডেন্ট পিটার পেল্লেগ্রিনির সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর প্রতিনিধি পর্য্যায়ের আলোচনা, বৈঠক হবে। স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। সেদেশের ন্যাশনাল কাউন্সিলের স্পিকার রিচার্ড রাসির সঙ্গেও রাষ্ট্রপতি সাক্ষাৎ করবেন।

উত্তর চিনে নার্সিংহোমে ভয়াবহ আগুন, কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু

বেজিং, ৯ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর চিনের হেবেই প্রদেশে একটি নার্সিংহোমে আগুন লেগে কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে চিনের রাজধানী বেজিং থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে লংহুয়া কাউন্টির একটি নার্সিং হোমে আগুন লাগে। বুধবার সকালে দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগুন লাগার পর নার্সিংহোমের অন্যান্য বয়স্ক রোগীদের আরও পর্য্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি।

রাজস্থানে পুকুরে তলিয়ে প্রাণ গেল দুই কিশোরের

আজমের, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানে পুকুরে তলিয়ে প্রাণ গেল দুই কিশোরের। ঘটনাটি ঘটেছে আজমের জেলার মাসুদা থানার অন্তর্গত জামোলা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে দুই বন্ধু চন্দ্র প্রকাশ (১৫) ও সুমিত (১১) বাড়ি থেকে থেকে মাঠে যাওয়ার রাস্তায় পুকুরে জল খেতে গিয়েছিল। তখন একজন পা পিছলে পুকুরে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য কিশোরটিও জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেউই প্রাণে বাঁচেনি। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুকুর থেকে তাদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর বুধবার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ওয়াকফ আইন নিয়ে ফুঁসে উঠলেন মমতা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): "আমাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। অন্যের সম্পত্তি নেওয়ার অধিকার আমারও নেই।" নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বুধবার মহাবীর জয়ন্তীর অনুষ্ঠান থেকে নয়া ওয়াকফ আইন নিয়ে এভাবেই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, "দিদি যতদিন আছে আপনাদের সম্পত্তি সুরক্ষিত।" বলেন, "গুলি করে মারলেও একতার পথ থেকে সরব না।" ঐক্যের বার্তা দিতে গিয়ে তিনি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বলেন, "একতা দেশের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। বিভাজনে দেশ দুর্বল হয়ে পড়বে"।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই সংসদে পাশ হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে তা এখন আইন। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষম্যের অভিযোগে এই বিতর্কিত আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে মামলা। দেশের বিভিন্নপ্রান্তের মুসলিমরা প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। একই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের একাংশে।

দুর্ঘটনায় আহত ৩ পড়ুয়া

● প্রথম পাতার পর

পড়ছে। সাথে সাথে আশেপাশের লোকজন উদয়পুর দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।বর্তমানে জেলা হাসপাতালে তিন ছাত্র-ছাত্রী চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

কমিউনিস্ট ঃ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন মন্ডলের নেতৃত্ব ও কার্য্য কর্তারা এই দিনের আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গুরুতর আহত চালক

● প্রথম পাতার পর

আহত চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে রিকশা নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তুলসী দাস (৪৩)। ওই সময় রামনগর এলাকায় আসতেই একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে তিনি। বর্তমানে দমকলকর্মীর সহযোগিতায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর।

দাবিতে বাইক র‍্যালি

● প্রথম পাতার পর

মিছিলকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না ঘটায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বস্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে, ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।

ক্ষয়ক্ষতি কোটি টাকা

● প্রথম পাতার পর

আচমকাই দোকানটি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দমকলকর্মী জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুন প্রথমে ববি সেনের দোকানে লাগলেও তা দ্রুত পাশের লাইব্রেরি, ঔষধের দোকান ও একটি কাপড়ের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজে সাহায্য করেন। তবুও দুঃখজনকভাবে চারটি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভষ্মিভূত হয়ে যায়। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও এই ঘটনায় প্রায় ১ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ঘটনাস্থলের আশপাশের রাস্তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে শহরের মধ্যে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকেরা এখন দিশেহারা। তাঁদের অনেকেরই সব সঞ্চয় বিনিয়োগ করা ছিল এই দোকানগুলিতে। আগুনে সব কিছু পুড়ে যাওয়ার পর তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না, কীভাবে আবার নতুন করে সব শুরু করবেন।

অঙ্গন

বর্ষসেরা ফুটবলার প্রয়াণ দত্ত হরি শর্মা স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বর্ষসেরা ফুটবলার প্রয়াণ দত্তের হাতে হরি শর্মা স্মৃতি প্রথম বারের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার চালু হলো। উদ্যোক্তা উমাকান্ত কোচিং সেন্টার। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের প্রাক্তন ফুটবলার, কোচ ও সভাপতি প্রয়াত হরি শর্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ তার সূচনা হয়েছে। মূলতঃ আগরতলায় আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবলে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে সেরা ফুটবলারকে এবারের মতো প্রতিবছরই এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। ২০২৪ সালের তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবলে সেরা ফুটবলার হিসেবে ঐকতান যুব সংস্থার প্রয়ান দত্ত প্রথমবারের মতো সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেয়েছে। বুধবার বিকেল পাঁচটায় বীরেন্দ্র ক্লাবের সামনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়াণ দত্তের হাতে বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। তরুণ ফুটবলারদের উৎসাহ প্রদানের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য প্রাক্তন বর্তমান বিশিষ্ট বেশ সংখ্যক ফুটবলপ্রেমী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে টিএফএ-র প্রাক্তন সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, ক্রীড়া পর্ষদের প্রাক্তন সচিব কমল সাহা, সুব্রত দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, উমাকান্ত কোচিং সেন্টার প্রতিভা অন্বেষনের পাশাপাশি নানা ক্রীড়া অনুষ্ঠানও করে থাকে। মানপত্র পাঠ করেন দীপঙ্কর দাস।হরি শর্মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমল সাহা বলেন, 'হরি শর্মা কোচিং সেন্টারের সভাপতি ছিলেন। আমরা চেষ্টা করবো হরি শর্মার মতো ব্যক্তিদের নব প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে।' দীলিপ চক্রবর্তী বলেন, 'একজন খেলোয়ারের যা গুন থাকা দরকার সবই তার মধ্যে রয়েছে। একজন প্রশিক্ষক, রেফারী, ফুটবলার ছিলেন। আগামীদিন যাতে এই ধরনের উদ্যোগ জারি থাকে সেই দিকটা দেখতে হবে।' উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের প্রতিভা অন্বেষনের কাজটি চালু থাকে এই আহ্বান রাখেন তিনি। সুব্রত দেব্বর্মা বলেন, 'উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের ঘোষনা অনুযায়ী তাদের আজকের এই কর্মসূচী।' তিনি খেলাধূলার প্রসার চান। প্রাক্তন জাতীয় রেফারি এবং কাউন্সিলর দুর্গা চক্রবর্তী বলেন, 'এটা একটা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। এর জন্য কোচিং সেন্টারকে অভিনন্দন জানানো প্রয়োজন।' সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী হরি শর্মার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'মানুষ হিসেবে হরি শর্মা ছিলেন অন্য ধাচের। তার সারা জীবন ফুটবলের জন্য নিবেদিত প্রান। যেখানে ফুটবল সেখানেই তার উপস্থিতি। এটা এক বিরল বিষয়। আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হরি শর্মাকে স্মরণ করা, একই সঙ্গে নতুন ফুটবলারকে উৎসাহিত করবে এই অনুষ্ঠান।' প্রাক্তন ফুটবলার তথা টি এফ এ-র সহ-সভাপতি তপন সাহা উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আমার মতো অনেক ফুটবলার তৈরীর পেছনে হরি শর্মার অবদান রয়েছে।' এগিয়ে চলো সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত বলেন, 'আমি আনন্দিত। ফুটবলে হরি শর্মার যে অবদান তার তুলনা হয়না। কোচিং সেন্টারকে ধন্যবাদ জানাই। এই অনুষৃঠান প্রতি বছর হবে এই প্রত্যাশা করি।' রাজ্যের প্রথম 'অর্জুন' জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ বলেন, 'এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমার ভালো লাগছে। প্রয়ান দত্তের মতো ফুটবলারা এতে উৎসাহিত হবে। আগামীদিনে নিজেকে আরও উচ্চ পর্য্যায়ে নিয়ে যাবে।'

শুভম, নিরূপম, রাহুল, শ্যামের সম্মিলিত প্রয়াসে মৌচাককে হারিয়ে ১ম জয় ওপিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুভম ঘোষের যেমন ব্যাটিং, তেমন বোলিং। তার দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের পাশাপাশি রাহুল চন্দ্র সাহা, শ্যাম শাকিল গন এবং বোলিংয়ে নিরুপম সেন চৌধুরী ও অভিজিৎ চক্রবর্তী বুধবার দুর্দান্ত খেলেছে। এক কথায় সম্মিলিত প্রয়াসে ওল্ড প্লে সেন্টার দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় দুর্দান্ত জয় পেয়েছে, মৌচাক ক্লাব কে হারিয়ে। সোমবারে প্রথম ম্যাচে ও পি সি পোলস্টারের কাছে ৮ উইকেটে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে মৌচাকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে নিজেদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে ওপিসি ৪৯.২ ওভার খেলে ২০১ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে শুভম ঘোষের ৫২ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, রাহুল চন্দ্র সাহা ও শ্যাম শাকিল গণ দুজনেই পয়তাল্লিশ করে রান সংগ্রহ করে। অর্জুন ভরদ্বাজ ২১ রান সংগ্রহ করেছে। মৌচাকের বোলার সিকান্দর কুমার, শাহিন জামান চৌধুরী, সুব্রত চক্রবর্তী ও রোহন বিশ্বাস প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

অধিনায়ক রবিশঙ্কর মুড়াসিং পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৌচাকের ব্যাটার্সরা দারুন ভাবে প্রারম্ভিক সূচনা করলেও দলীয় ১৬২ থেকে ১৭২, তথা দশ রানের মধ্যে তিনটি উইকেটের পতন ঘটে গেলে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ১৯ বল বাকি থাকলেও ১৭৪ রানে ইনিংস থামিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর চল্লিশ রান, দেবাংশু দত্তের ২৫ রান, রবিশঙ্কর মুড়াসিংয়ের ২৩ রান যথেষ্ট চেষ্টার সংকেত দিলেও তীরে এসে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ওপিসি-র বোলার নিরুপম সেন চৌধুরী ২১ রানে এবং শুভম ঘোষ ৩৬ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, অভিজিৎ চক্রবর্তী দুটি এবং দুর্গম ভার্গব পেয়েছে একটি উইকেট। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে শুভম ঘোষ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

করন মীনার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয় দিয়ে লীগ সূচনা ইউ: বিএসটি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। করন মীনার ঝড়ো ব্যাটিং। বিধ্বংসী বোলিং সৌরভ দাসের। দুরন্ত জয় ইউনাইটেড বি এস টি-র। হারিয়েছে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে। ২৭৮ রানের বিশাল ব্যবধানে। খেলা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু ইউনাইটেড বি এস টি-র। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের মাথায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড বি এস টি ২৭৮ রানের বড় ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি-কে পরাজিত করেছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিসিসি প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ইউনাইটেড বিএসটি নির্ধারিত ৫০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৩৯২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে করণ মীনার অপরাজিত শতরান বেশ উল্লেখযোগ্য। করণ ৪৩ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও ১১টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১০৮ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া ঋতুরাজ দেবনাথের ৭৬ রান, সুকান্ত রিয়াং-এর ৫০ রান, ওপেনার সায়ন্তন দেববর্মার ৪৫ রান, পরমজিৎ ঘোষের ৩৪ রান, সায়ন দাসের ২৯ রান উল্লেখ করার মতো। ঋতুরাজ ৭৫ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৭৬ রান পায়। সুকান্ত ২৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও ৪টি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৫০ রান সংগ্রহ করে। বিসিসি-র বোলার অধিনায়ক সুভাষ চক্রবর্তী ৬৫ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, কৃতিদীপ্ত দাস দুটি এবং শচীন ও কৃষ্ণ কমল আচার্য্য একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ২৭.২ ওভার খেলে ১১৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ইউনাইটেড বিএসটি-র সৌরভ দাসের বিধ্বংসী বোলিংয়ে বিসিসি-র ব্যাটার্সরা হার মেনে নেয়। সৌরভ একাই ৬টি উইকেট তুলে নেয় ৩২ রানের বিনিময়ে। তাছাড়া, করণ মীনার দুটি, মতি ত্রিপুরা ও নীতিশ কুমার সাহানি একটি করে উইকেট পেয়েছে। বিসিসি-র ওপেনার স্পর্শ দেববর্মার সর্বাধিক ৩৬ রান এবং অর্কজিৎ দাসের ২৩ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো ছিল। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে করণ মীনা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

১০ জনের রিয়ালকে ৩ গোলে হারাল আর্সেনাল, হার বায়ার্নের

দিনটা ভাল গেল না ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ী ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের। অ্যাওয়ে ম্যাচে আর্সেনালের কাছে ০-৩ গোলে হারল তারা। রিয়ালের এক ফুটবলার লাল কার্ডও দেখলেন। অপর ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখকে ধাক্কা দিল ইন্টার মিলান। তাদের ঘরের মাঠে গিয়ে বায়ার্নকে ২-১ গোলে হারাল ইন্টার।

আর্সেনালের ঘরের মাঠে দাঁড়াতেই পারল না রিয়াল। গোটা ম্যাচে দাপট দেখাল ইংল্যান্ডের ক্লাব। প্রথমার্ধে কোনও গোল না হলেও আর্সেনালের খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, গোল আসতে চলেছে। হলও তাই। ৫৮ মিনিটে প্রথম গোল করলেন ডেকলান রাইস। ৭০ মিনিটের মাথায় আবার এই মিডফিল্ডার আর্সেনালকে এগিয়ে দেন। পাঁচ মিনিট পরে ব্যবধান ৩-০ করেন স্পেনের ফুটবলার মিকেল মেরিনো। স্পেনের ক্লাব রিয়ালকে আরও সমস্যায় ফেললেন তিনি। কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, জুড বেলিংহ্যামেরা শুরু থেকে খেললেও কোনও প্রভাব ফেলতে পারলেন না।হারের পাশাপাশি শেষ দিকে বড় ধাক্কা খান রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। সংযুক্তি সময়ে লাল কার্ড দেখেন দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা। ফলে ফিরতি পর্বের ম্যাচে তাঁকে পাবে না রিয়াল। এই পরিস্থিতি থেকে সরাসরি জিতে সেমিফাইনালে উঠতে হলে ঘরের মাঠে অন্তত চার গোলের ব্যবধানে জিততে হবে রিয়ালকে। অন্তত তিন গোলের ব্যবধানে জিতলে টাইব্রেকারে হবে ফয়সালা। তবে তা বাস্তবে করা কঠিন। এমবাপে, ভিনিসিয়াসদের সামনে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে।

দিনের অপর কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির ক্লাব বায়ার্নকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়েছে ইটালির ক্লাব ইন্টার মিলান। প্রথমার্ধে ৩৮ মিনিটের মাথায় ইন্টারকে এগিয়ে দেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার লাউতারো মার্তিনেস। গোল শোধ করার মরিয়া চেষ্টা করে বায়ার্ন। অবশেষে ৮৫ মিনিটে গোল করেন টমাস মুলার। এটিই বায়ার্নে তাঁর শেষ মরসুম। দলের হয়ে আরও একটি ট্রফি জেতার চেষ্টা করছেন তিনি। তবে মুলারের গোলে শেষরক্ষা হয়নি। তিন মিনিট পরে গোল করে ইন্টারের ডেভিড ফ্রাত্তেসি। ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে ইন্টার। ফিরতি পর্বে ইটালির মাঠে কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়তে হবে বায়ার্নকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলায় ন্যাশনাল ফিজিক কমিটি চ্যাম্পিয়নশিপ ১২-১৩ এপ্রিল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য এবং আঞ্চলিক স্তরীয় বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগরতলায়। উদ্যোক্তা ন্যাশনাল ফিজিক কমিটি, ত্রিপুরা। আগামী ১৩ এপ্রিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নম্বর হল-এ এন পি সি ত্রিপুরা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকতায় থাকছে ত্রিপুরা ট্যুরিজম। বুধবার দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ এন পি সি ত্রিপুরা আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এন পি সি ত্রিপুরার স্টেট ম্যানেজার আলাপন চক্রবর্তী এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান। প্রতিযোগিতা ওইদিন বেলা এগারোটায় শুরু হলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বেলা বারোটায়। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান অতিথি তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুশান্ত চৌধুরী। সম্মানীয় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে মেয়র তথা রাজ্য বিধানসভার সদস্য দীপক মজুমদার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর ড. বিশাল কুমার, বিখ্যাত বডি বিল্ডার সুহাস খামকার, এডিসির কার্য্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মা, অফিসিয়াল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার নিপুন আগরওয়াল প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। প্রতিযোগিতায় বিকিনি মিস এনপিসি ত্রিপুরা, সিনিয়র বডিবিল্ডিং মিস্টার এনপিসি ত্রিপুরা, সিনিয়র ক্লাসিক ফিজিক, ক্লাসিক ফিজিক, ম্যান ফিজিক, জুনিয়র বডিবিল্ডিং, জুনিয়র ম্যান ফিজিক নামাঙ্কিত আটটি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হবে। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার আগের দিন তথা ১২ এপ্রিল উজ্জয়ন্ত প্যালেস-এর সামনে থেকে একটি র‍্যালী যাত্রা করে তা উদয়পুরের মাতাবাড়ি হয়ে নীরমহল ঘুরে পুনরায় উজ্জয়ন্ত প্যালেসে এসে তা শেষ হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্য আয়োজকদের মধ্যে রূপক বিশ্বাস, বিশাল সিনহা প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

পিচ নিয়ে ক্ষুব্ধ রাহানে

মঙ্গলবার লখনউয়ের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হেরে গিয়েছে কেকেআর। দুই ইনিংস মিলিয়ে উঠেছে ৪৭২ রান। ম্যাচের পর পিচের প্রশংসা করলেও আদপে খুব একটা খুশি নন কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানালেন, পিচ নিয়ে যা বলার তা আইপিএলের কর্তৃপক্ষকেই বলবেন তিনি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে রাহানে বলেন, "টসের সময় বলেছিলাম ৪০ ওভারই পিচ একই রকম আচরণ করবে। সেটাই হয়েছে। ব্যাট করে ভাল লেগেছে। নিজেদের সেরাটা দিয়েও জিততে পারিনি।"

সাংবাদিক বৈঠকে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আইপিএলে আদৌ আর কোনও দল ঘরের মাঠের সুবিধা পায় কি না। শুধু পিচ নয়, বিরাট কোহলি বা মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা খেলতে এলে যে ভাবে তাঁদের জন্য সমর্থন হয়, তা বিরল। প্রশ্ন শুনেই রাহানে হাসতে হাসতে বলেন, "পিচ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক কথা বলা হয়েছে। আপনারা অনেক কিছু লিখেছেন। এখন আমি কিছু বলতে গেলেই বিতর্ক তৈরি হবে।"

রাহানের সংযোজন, "আমাদের পিচ নির্মাতা অনেক জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছেন। মনে হয় ওঁর সেটা পছন্দও হয়েছে। ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে আপনাদের যা খুশি সেটাই লিখতে পারেন। আমার যদি কিছু মনে হয় তা হলে সেটা আইপিএল কর্তৃপক্ষকেই বলব।

ভারত সেরা ত্রিপুরার প্রজ্ঞাত প্রসূন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্বপ্নের নিরলস সাধনা, বাস্তবে রূপ নেয়। ত্রিপুরার তরুণ প্রতিভা, গ্র্যান্ডমাস্টার, প্রজ্ঞাত প্রসূন ৭ ও ৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেভিএস জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের (কেভিএস) ২৫টি অঞ্চলের সমগ্র ভারত থেকে শিক্ষার্থীরা '৫২তম রাজ্য তারকা বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী (আরএসবিভিপি) ২০২৪-২৫' ব্যানারে অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রদর্শনীতে বিজ্ঞান ও গণিতে শিশুদের বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে উৎসাহিত করা। প্রদর্শনীতে, প্রজ্ঞাত তার উদ্ভাবনী স্যুয়েজ ক্লিনিং রোবট ধারণাটি প্রদর্শন করেন যার লক্ষ্য বিদ্যমান স্যুয়েজ ক্লিনারদের সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করা এবং ম্যানুয়ালভাবে বর্জ্য পরিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস করা। সম্প্রতি দিল্লিতে স্থানান্তরিত ত্রিপুরার ছেলেটির স্বপ্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য আরও খ্যাতি অর্জন করা। স্ব-চালিত ছোট্ট চ্যাম্পিয়ন, অষ্টম শ্রেণীর গ্র্যান্ডমাস্টার প্রজ্ঞাত শৈশব থেকেই ইলেকট্রনিক স্ক্র্যাপ থেকে রোবট তৈরি শুরু করেছিল যা এখন দিল্লির কেভি জেএনইউ-এর অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের দক্ষ নির্দেশনায় অসাধারণ উদ্ভাবনে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি ইতিমধ্যে যোগব্যায়ামে ৫টি বিশ্ব রেকর্ড সহ ৮টি রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

প্রজ্ঞাত ২০২৪ সালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সাথে রোবোটিক্স এবং যোগব্যায়াম সম্পর্কে তার ভবিষ্যত স্বপ্ন নিয়ে মতবিনিময় এবং আলোচনা করেছিলেন। তরুণ প্রজ্ঞাত মানুষের জীবনের দক্ষতা উন্নত করার জন্য একটি প্রভাবশালী এবং ইতিবাচক উদ্ভাবন আনতে চায়।

শংকর, তন্ময়ের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে জয় অব্যাহত কসমোপলিটন ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয় কসমোপলিটনের। শক্তিশালী পোলস্টারকে হারিয়ে। এই জয়ের সুবাদে একদিকে যেমন কসমোপলিটন জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছে, পক্ষান্তরে পোলস্টার প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে কসমোপলিটনের কাছে হেরে এক ধাপ পিছিয়ে পড়েছে। সোমবারে কসমোপলিটন ১৩০ রানের ব্যবধানে মৌচাককে পরাজিত করেছিল। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বুধবার সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কসমোপলিটনের বোলার সৌরভ করের প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে পোলস্টারের মারকুটে ওপেনার সন্দীপ মিত্তাল কট এন্ড বোল্ড হয়ে প্যাভেলিয়নের ফিরতেই খেলার চেহারাটা পাল্টে যায়। অধিনায়ক দ্বীপায়ন দেববর্মা, নির্ময় দেব, পৌরুষ মিশ্র-রা যথেষ্ট চেষ্টা করলেও পোলস্টার ৪৮.২ ওভার খেলে ২০০ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। নির্ময়-এর ৪০ রান দ্বীপায়নের ৩৪ রান, পৌরুষের ২৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। কসমোপলিটনের সৌরভ কর ২৮ রানে এবং অধিনায়ক শংকর পাল ৩৬ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণধন নমঃ ও চন্দন রায় পেয়েছে দুটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ৪৩.২ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার তন্ময় দাসের দুর্দান্ত ৭৪ রান এবং শংকর পালের অপরাজিত ৪৯ রান দলকে জয়ের পথ দেখায়। এছাড়া, সৌরভ থুবরিকারের ৩২ রান ও অরুন কুমার মিশ্র-এর ২১ রান উল্লেখ করার মতো। পোলস্টারের দেবজিত দেবনাথ তিনটি উইকেট পেয়েছিল ৪৬ রানের বিনিময়ে। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি স্বরূপ অধিনায়ক শংকর পাল পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

হারের ধাক্কার পর কেকেআর পেসারকে নিয়ে বিতর্ক!

গত বার উল্লাসের ধরনের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন হর্ষিত রানা। এক ম্যাচ নির্বাসিত করা হয়েছিল তাঁকে। এ বারও কি শাস্তি পাবেন তিনি? মঙ্গলবার ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে ৪ রানে হেরেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই ধাক্কার পাশাপাশি অন্য সমস্যায় পড়তে পারে দল। ইডেনে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভাল খেলছিলেন লখনউয়ের দুই ওপেনার এডেন মার্করাম ও মিচেল মার্শ। কোনও বোলার তাঁদের আউট করতে পারছিলেন না। দুই ব্যাটারই অর্ধশতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন। শতরানের জুটি গড়ার ঠিক আগেই মার্করামকে আউট করেন হর্ষিত। তাঁর বলের গতি বুঝতে না পেরে বোল্ড হন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার।

উইকেট নিয়ে উল্লাস করতে শুরু করেন হর্ষিত। দু'হাত ছড়িয়ে কিছুটা দৌড়ে যাওয়ার পরেই ডান হাতের আঙুলের ইশারায় মার্করামকে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন হর্ষিত। এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল। এখন ক্রিকেটে নিয়ম বেশ কড়া। প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারকে কোনও রকম অসম্মান করলে শাস্তি পেতে হয়। অশালীন বা অসম্মানজনক কোনও ইঙ্গিত করা যায় না। চলতি আইপিএলে ব্যাটারকে আউট করে খাতায় কিছু লেখার কায়দায় উল্লাস করতে গিয়ে দু'বার জরিমানা হয়েছে লখনউয়ের স্পিনার দিগ্বেশ রাঠীর। তবে কি এ বার হর্ষিতের পালা?

গত বার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে আউট করার পরে তাঁর দিকে 'ফ্লায়িং কিস' বা উড়ন্ত চুমু ছুড়েছিলেন হর্ষিত। দিল্লি ক্যাপিটালসের অভিষেক পোড়েলকে আউট করেও একই কাজ করেছিলেন তিনি। সেই কারণে তাঁকে এক ম্যাচ নির্বাসিত করা হয়েছিল। যদিও গত বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কেকেআরের মালিক শাহরুখ খান মাঠে হর্ষিতের সঙ্গে ওই কায়দাতেই উল্লাস করেছিলেন। এখন দেখার এ বার হর্ষিতের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না।

চলতি মরসুমে পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি হেরেছে কেকেআর। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৩৮ রান করে লখনউ। মার্শ ৪৮ বলে ৮১ ও নিকোলাস পুরান ৩৬ বলে ৮৭ রান করেন। জবাবে একটা সময় মনে হচ্ছিল, কেকেআর জিতে যাবে। কিন্তু অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ৩৫ বলে ৬১ রান করে আউট হওয়ার পরেই খেই হারায় কলকাতা। রিঙ্কু সিংহ শেষ দিকে ১৫ বলে ৩৮ রান করেও দলকে জেতাতে পারেননি। ৪ রানে হারতে হয় কলকাতাকে। এই হারের পর পাঁচ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় ছয় নম্বরে রয়েছে কেকেআর।

গোপন কথা ফাঁস শ্রেয়সের

বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়ার পরে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। গত বছর এমনটাই ছিল শ্রেয়স আইয়ারের জীবন। গত মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলাকালীনই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তারকা ব্যাটার। তবে কান্নার জন্য অন্য কাউকে নয়, নিজেকেই দায়ী করেছেন শ্রেয়স। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করেছিলেন মুম্বইয়ের ব্যাটার। ভারতীয় দল যখনই সমস্যায় পড়েছে, তখন ভরসা জুগিয়েছেন শ্রেয়স। অথচ প্রত্যাবর্তনের কাজটা সহজ ছিল না। বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়ার পর তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। ২০২৪-র চুক্তি নবীকরণের সময়ে বাদ পড়েছিলেন ঈশান কিষান ও শ্রেয়স আইয়ার। বোর্ডের নির্দেশকে উপেক্ষা করে ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলায় কিষান ও আইয়ারের উপরে সন্তুষ্ট ছিল না বিসিসিআই।

তারপর শ্রেয়স আইপিএল খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে ভালো পারফর্ম করেছেন। মুম্বইয়ের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট জিতেছেন। ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনেও আগুনে ফর্ম বজায় রেখেছেন। শুধু জাতীয় দলের হয়ে নয়, আইপিএলেও ভাগ্য ফিরেছে শ্রেয়সের। নাইট রাইডার্স তাঁকে দলে না রাখলেও ২৬.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে পাঞ্জাব কিংস। এমনকী তাঁকে অধিনায়কও করেছে প্রীতি জিন্টার দল। পাঞ্জাবের জার্সিতেও দারুণ ফর্মে রয়েছেন শ্রেয়স।

আইপিএলের মধ্যেই 'ক্যান্ডিড উইথ কিংস' অনুষ্ঠানে শ্রেয়সকে প্রশ্ন করা হয়, শেষ কবে কেঁদেছিলেন? পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক বলেন, "কয়েকদিন আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্র্যাক্টিস সেশনেই কেঁদে ফেলেছিলাম। নেটে ব্যাট করতে নামি, কিন্তু কিছুতেই ঠিক মতো ব্যাট করতে পারছিলাম না। নিজের উপরে এত রাগ হচ্ছিল যে কেঁদে ফেলি। তবে খুব অবাক হয়েছিলাম। আমি সাধারণত খুব একটা কাঁদি না। আসলে ভারত থেকে দুবাইয়ে গিয়ে একেবারে অন্যরকম পিচ। প্রথমদিন ওখানে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল।" তবে শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন শ্রেয়স।

আইপিএলের ইতিহাসে দীর্ঘতম ওভারের নজির শার্দূলের

আইপিএলের ইতিহাসে দীর্ঘতম ওভারের নজির গড়লেন শার্দূল ঠাকুর। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে এই লজ্জার নজির গড়েছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের অলরাউন্ডার।

কেকেআরের ইনিংসের ১৩তম ওভারে বল করতে এসে আইপিএলে সব থেকে বেশি বলের ওভার করেছেন শার্দূল। ওভারের প্রথম পাঁচটি বল ওয়াইড করেন তিনি। সব মিলিয়ে ১১টি বল করার পর শেষ হয় তাঁর ওভার। তবে ওভারের প্রথম পাঁচটি বলই ওয়াইড এর আগে কোনও বোলার করেননি আইপিএলে।

আইপিএলে দীর্ঘতম ওভারের লজ্জার রেকর্ড স্পর্শ করেছেন শার্দূল। নতুন নজির গড়তে পারেননি তিনি। কারণ অতীতে মহম্মদ সিরাজ এবং তুষার দেশপাণ্ডেরও ১১ বলের ওভার করার নজির রয়েছে।

পুরনো সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বর্তমান সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন বর্তমান রাজ্য সরকার পুতুল খেলা, যাত্রা এবং নাটকের মতো পুরনো সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে।

আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্য স্তরের যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, যখন এই বিষয়ে আলোচনা হয়, তখন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া পুরনো ঐতিহ্যগুলি সম্পর্কে বহুবার কথা বলি। আমরা এরআগে একটি কীর্তন সম্মেলন করেছি। সুতরাং, আমরা যাত্রা উৎসব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং তারপর আমার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেনের কথা মনে পড়ে। আর এটি ধর্মনগরে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা এখানে এই যাত্রা উৎসবের আয়োজন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ডাঃ সাহা বলেন, এই অনুষ্ঠানের আগে ৪৫টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। আমরা উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। আমাদের রাজ্য সরকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। ৩৫ বছরের শাসনে পরিবেশ এবং রাজ্য দূষিত হয়েছে। এখন তারা নোটার সাথে লড়াই করছে। আর ধর্মনগর আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ জায়গা রাখে। যাত্রার অর্থ ভালো সফর। আমি পুরনো ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কিছুদিন আগে, আমরা বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছি। প্রযুক্তির কারণে মানুষ পুতুল খেলা, যাত্রা, নাটকের মতো পুরনো সংস্কৃতিগুলি ভুলে যেতে শুরু করেছে। তবে এটা হওয়া উচিত নয় এবং আমরা সেগুলি সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পূর্ববর্তী সরকার এ বিষয়ে কোন নজর দেয়নি।

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা তাঁর কলেজের দিনগুলির স্মৃতিও ভাগ করে নিয়েছেন যখন তিনি একটি নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। যা একটি পুরষ্কার অর্জন করেছিল।

ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উৎযাপন উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যপী গ্রাম চলো অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ নলছড় মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সক্রিয় কার্যকর্তা সম্মেলনে উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

কংগ্রেসের কুকর্মের কারণেই এক দেশ এক নির্বাচন বন্ধ হয়েছে: সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: কংগ্রেসের কুকর্মের কারণেই এক দেশ এক নির্বাচন বন্ধ হয়েছে দেশে। এটি আগেও হত, নতুন কোনো বিষয় নয়। "এক দেশ, এক নির্বাচন"- শীর্ষক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আলোচনা চক্রে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বিরোধীরা এক দেশ এক নির্বাচন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। এর আগেও দেশে এভাবেই নির্বাচন হতো। কিন্তু কংগ্রেসের কুকর্মের কারনে বিভিন্নভাবে এই এক দেশ এক নির্বাচনের বিষয়টি বন্ধ হয়েছে। এর ফলে সাধারণ নাগরিক সহ গোটা দেশের উন্নয়ন হবে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকের পাশে টিডব্লিউজেএ

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকের পাশে দাঁড়াল ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (টিডব্লিউজেএ)। বুধবার এক প্রতিনিধি দল উত্তর ত্রিপুরার দামছড়ায় গিয়ে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় সাংবাদিক ফকর উদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, গত সোমবার গভীর রাতে দুষ্কৃতিকারীরা পেট্রোল ঢেলে সাংবাদিক ফকর উদ্দিনের বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে তার সম্পূর্ণ ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। খবর পাওয়ার পরপরই টিডব্লিউজেএ'র রাজ্য কমিটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল দামছড়ায় ফকর উদ্দিনের বাড়িতে যান। সেখানে তারা পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং সংগঠনের তরফ থেকে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। একই সঙ্গে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয়, ভবিষ্যতে যেকোনো সমস্যা বা বিপদে সংগঠন তাঁর পাশে থাকবে। এছাড়াও প্রতিনিধি দল দামছড়া থানার ওসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে যথাযথ তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন টিডব্লিউজেএ'র রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য অসীম দাস, ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক রূপক দেবনাথ, সদস্য অয়ন নাগ, দীপক চক্রবর্তী ও দেবদ্যুতি চক্রবর্তী প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে তারা সবসময় সোচ্চার থাকবে।

তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকা পরিদর্শনে জেলাশাসক রজত পন্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ এপ্রিল: খোয়াই জেলার জেলাশাসক হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে রজত পন্থ নিয়ম করে জেলার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করছেন। একই রকমভাবে বুধবার তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন নির্মাণ কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, রাস্তাঘাট সহ একাধিক পঞ্চায়েত কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

এদিনের এই পরিদর্শনকালে জেলা শাসকের সঙ্গে ছিলেন তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও, আরডি-র এসডিও সহ এক প্রতিনিধি দল। এদিন বিবেকানন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, তুইসিন্দ্রাই বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, সর্দু করকরি গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি।

এদিকে এই পরিদর্শন সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে জেলাশাসক, বিশেষ করে আদর্শ গ্রাম বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ের পরিকাঠামোগত এবং পরিচালনগত ব্যাবস্থার ব্যাপক প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তিনি উনার সাথে থাকা তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য্যকে অনুরোধ করেন, আগামীদিনে যাতে করে অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনের সুযোগ করার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেন। আক্ষরিক অর্থে বুধবারের এই পরিদর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট ইতিবাচক মতামত পোষণ করেন জেলাশাসক রজত পন্ত।

টি ইস্টেট কর্মীদের মধ্যে "মিশন সংকল্প" প্রকল্পের প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ এপ্রিল: বুধবার সকালে কমলাসাগর চা বাগানে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে একদিনের এক প্রশাসনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার ডিএম সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল, বিশালগড় মহকুমা শাসক রাখেশ চক্রবর্তী, ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস, অরূপ দত্ত, গোবিন্দ দেববর্মা সহ বিশালগড় আর ডি ব্লক আধিকারিক নান্টু দেব। উক্ত সচেতনতা শিবিরে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে আধার কার্ড আপডেট, পিআরটিসি, ওবিসি, এসসি,রেশন কার্ডের একেওয়াইসি সর্বমোট ২০০ জনকে চা শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী 'মিশন সংকল্প 'প্রকল্পের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের মধ্যে সুবিধা প্রদানের উপর জোর দিয়েছেন।

খোয়াই জেলার অধীন রিয়াং ফলকাবাড়ি গ্রামে প্রশাসনিক-স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ এপ্রিল: খোয়াই মহকুমা শাসকের দপ্তর এবং খোয়াই-এর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-এর যৌথ উদ্যোগে আজ তুলাশিখর আরডি ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যন্ত রিয়াং ফলকাবাড়ি গ্রামে আয়োজিত হলো এক বিশেষ প্রশাসনিক স্বাস্থ্য শিবির। প্রধানমন্ত্রী-জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান প্রকল্পটির আওতায় এই শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল "দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী" শ্রেণিভুক্ত সুবিধাভোগীদের কাছে সরকারি পরিষেবা সরাসরি পৌঁছে দেওয়া। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মহকুমা শাসক ও আইএএস অফিসার সুশ্রী চারু, যিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে পুরো প্রক্রিয়াটি তদারকি করেন এবং সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন শিবিরে প্রদত্ত মুখ্য পরিষেবাগুলির মধ্যে ছিল: আধার কার্ড হালনাগাদ ও নাম অন্তর্ভুক্তি, আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যের কার্ড বিতরণ, এসটি (অনুসূচিত জনজাতি) সার্টিফিকেট প্রদান, স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট, বিনামূল্যে ওষুধ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গোটা প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের দলটি পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে হাতে সরঞ্জাম নিয়ে ওই দুর্গম গ্রামে পৌঁছান। তাদের এই প্রচেষ্টায় সেখানকার পিভিটিজি জনজাতি পরিবারের সদস্যরা সরকারের নানান সুবিধা সরাসরি তাঁদের গ্রামে বসেই গ্রহণ করেন। এই ধরনের উদ্যোগ প্রমাণ করে, প্রশাসন এখন আর শুধু অফিসে বসে কাজ করে না বরং মানুষের কাছে, বিশেষত পিছিয়ে পড়া সমাজের কাছে পৌঁছে গিয়ে প্রকৃত অর্থে সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে। এই মানবিক ও সেবামূলক প্রচেষ্টার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, স্বাস্থ্যকর্মী ও ফিল্ড টিমকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানিয়েছেন রিয়াং ফলকাবাড়ী এলাকার সাধারণ উপজাতি অংশের মানুষজন।

জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে প্রজ্ঞাত প্রসূন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল: স্বপ্নের নিরলস সাধনা, বাস্তবে রূপ নেয়। ত্রিপুরার তরুণ প্রতিভা, গ্র্যান্ডমাস্টার, প্রজ্ঞাত প্রসূন ৭ ও ৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেভিএস জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের (কেভিএস) ২৫টি অঞ্চলের সমগ্র ভারত থেকে শিক্ষার্থীরা '৫২তম রাজ্য তারকা বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী (আরএসবিভিপি) ২০২৪-২৫' ব্যানারে অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রদর্শনীতে বিজ্ঞান ও গণিতে শিশুদের বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে উৎসাহিত করা। প্রদর্শনীতে, প্রজ্ঞাত তার উদ্ভাবনী স্যুয়েজ ক্লিনিং রোবট ধারণাটি প্রদর্শন করেন যার লক্ষ্য বিদ্যমান স্যুয়েজ ক্লিনারদের সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করা এবং ম্যানুয়ালভাবে বর্জ্য পরিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস করা। সম্প্রতি দিল্লিতে স্থানান্তরিত ত্রিপুরার ছেলেটির স্বপ্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য আরও খ্যাতি অর্জন করা। স্ব-চালিত ছোট্ট চ্যাম্পিয়ন, অষ্টম শ্রেণীর গ্র্যান্ডমাস্টার প্রজ্ঞাত শৈশব থেকেই ইলেকট্রনিক স্ক্র্যাপ থেকে রোবট তৈরি শুরু করেছিল যা এখন দিল্লির কেভি জেএনইউ-এর অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের দক্ষ নির্দেশনায় অসাধারণ উদ্ভাবনে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি ইতিমধ্যে যোগব্যায়ামে ৫টি বিশ্ব রেকর্ড সহ ৮টি রেকর্ড স্থাপন করেছেন।প্রজ্ঞাত ২০২৪ সালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সাথে রোবোটিক্স এবং যোগব্যায়াম সম্পর্কে তার ভবিষ্যত স্বপ্ন নিয়ে মতবিনিময় এবং আলোচনা করেছিলেন। তরুণ প্রজ্ঞাত মানুষের জীবনের দক্ষতা উন্নত করার জন্য একটি প্রভাবশালী এবং ইতিবাচক উদ্ভাবন আনতে চায়।

১০ দফা দাবিতে বাঙালি ছাত্র-যুব সমাজের ডেপুটেশন

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: বিদ্যাজোতি প্রকল্প বাতিল সহ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ সমন্বিত মোট ১০ দফা দাবিতে শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাঙালি ছাত্র-যুব সমাজের সচিব বিপ্লব দাস বলেন, বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। তার পাশাপাশি বিদ্যাজোতি প্রকল্পের অধীনে লাগামহীন ফি বাড়ানো হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার নাম করে হাজার হাজার টাকা আদায় করে নিচ্ছে বিদ্যালয়গুলো। তাঁর অভিযোগ, শিক্ষা ক্ষেত্রে মর্জিমাফিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাজ্য সরকার। তাতে, মধ্যবিত্ত পরিবারকে এই সিদ্ধান্তের খেসারত দিতে হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে ১০ দফা দাবিতে সরব হয়েছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ।

উন্নয়নের বার্তা নিয়ে "গ্রাম চলো অভিযান"

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংগঠনকে আরও মজবুত ও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। বুধবার চাকমাঘাট কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় বুথ ও শক্তি কেন্দ্রভিত্তিক সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপুরের বিধায়ক ও রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি শ্রী ধনঞ্জয় দাস, প্রবীণ ও একনিষ্ঠ বিজেপি কর্মী শ্রী লক্ষীকান্ত সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও দলীয় কর্মীরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বিজেপি দলের মূল আদর্শ হল জনসেবা। ভোটের রাজনীতি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অতীতে সিপিআইএম ও কংগ্রেস ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, কিন্তু বিজেপি বরাবরই জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে।

তিনি আরও জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও পার্বত্য এলাকাগুলিতে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। এই সরকার উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা "গ্রাম চলো অভিযান"-এর ঘোষণা করে বলেন, এই অভিযানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি সিপিআইএম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, তারা শুধু সমালোচনা করতে জানে, কিন্তু কখনোই বাস্তব উন্নয়নের কাজে ছিল না এবং আজও বাধা দিয়ে চলেছে।

সভায় বুথ ও শক্তি কেন্দ্রভিত্তিক কর্মীদের আরও সক্রিয় ও জনমুখী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, দলকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এই সাংগঠনিক সভা ছিল দলীয় ঐক্য, আদর্শ এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক রূপরেখা নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

চৌপাল বৈঠক, কেন্দ্রীয় কোন প্রকল্পে জাত ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করেনি ঃ রাজদীপ রায়

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ রামনগর মন্ডলের অন্তর্গত ৩৬ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ চৌপাল বৈঠক।

উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি প্রভারি ডাঃ রাজদীপ রায় এবং মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিপিন দেববর্মা, সদর শহর জেলার সভাপতি শ্রী অসীম ভট্টাচার্য্য এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলির কর্পোরেটরগণ।

চৌপাল বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য প্রভারি ডাঃ রাজদীপ রায় বলেন, বিজেপিকে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা বহুবার হিন্দুদের দল বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে বিজেপি সর্বজনীন উন্নয়নের দল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কোনও প্রকল্পে জাত-ধর্মের ভিত্তিতে কোনওরকম বৈষম্য করেনি। তিনি আরও বলেন, বিজেপি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল নয়, এটি একটি জনসেবামূলক আন্দোলন। সাধারণ মানুষের কল্যাণই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

এই চৌপাল বৈঠকের মাধ্যমে দলীয় কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় এবং সরকারের উন্নয়নমূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচি বিজেপির আদর্শ, ঐক্য এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মত নেতৃবৃন্দের।

মানবিকতাই বড় ধর্ম!

বিপদে দিনমজুর মনোরঞ্জনের পাশে দাঁড়ালেন পঞ্চায়েত প্রধান

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: মানবিকতা দেখাতে গিয়ে নিজেই আজ বিপদের মুখে পড়েছেন দিনমজুর মনোরঞ্জন দাস। আর ঠিক সেই সময়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কালী কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজয় মজুমদার। বুধবার সকালবেলায় মনোরঞ্জনের হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়ে তিনি জানালেন, "মানুষ মানুষের জন্য।"

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এক মাস আট দিন আগে সাদা টিলা গ্রামে একটি রাবার বাগানে হঠাৎ আগুন লাগে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনোরঞ্জনের চোখে পড়ে ঘটনাটি। কোনও কিছু না ভেবে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাউদাউ করে জ্বলা আগুন নেভাতে গিয়ে ঝলসে যায় তার দুটি পা। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন পাড়ার কিছু মানুষ। তারাই মনোরঞ্জনকে উদ্ধার করে নিয়ে যান কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তাররা জানান, উন্নত চিকিৎসা ছাড়া তার সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু দিনমজুরি করে সংসার চালানো মনোরঞ্জনের পক্ষে এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা করানো প্রায় অসম্ভব। পরিবারে ৬ জন সদস্য, আয়ের একমাত্র উৎস তিনিই। এই পরিস্থিতিতে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল তার।

মনোরঞ্জনের এই করুণ পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে এগিয়ে আসেন কালী কৃষ্ণনগর পঞ্চায়েতের প্রধান বিজয় মজুমদার। তিনি নিজের মার্চ মাসের সম্মানিক ভাতা — ৫ হাজার টাকা — তুলে দেন মনোরঞ্জনের হাতে। এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দুই নম্বর ওয়ার্ডের দুইজন পঞ্চায়েত সদস্যও।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, শুধু গ্রাম উন্নয়ন করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। মনোরঞ্জনের অবস্থা দেখে আমি নিজেও মর্মাহত হয়েছি। সাময়িকভাবে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি। প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য জোগাড় করে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হবে।

এই মানবিক ভূমিকার জন্য কালী কৃষ্ণনগর পঞ্চায়েত প্রধানকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সমাজের অন্যদের কাছেও এই ঘটনা নিঃসন্দেহে এক বড় শিক্ষা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas